

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বাবিক ৮০, ডাক মাসুল ১০, বাবাসিক ৪৫, ডাকমাসুল ৫০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাসুল ১০০ আনা। অমৃত বাবিক ১০০, ডাক মাসুল ১০০ টাকা প্রতি খণ্ড ১০। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ— প্রতি পৃষ্ঠিক, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ১০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ১০ আনা। ইংরেজী প্রতি পৃষ্ঠিক ১০ আনা।

২ম ভাগ

কলিকাতাঃ— ১৩ই মাঘ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ মাল। ইং ১৫এ জানুয়ারি ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ

৫০ নং

অমৃত রস।

—০০০—

সর্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্ন্যাসী
হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলি দেশী ও কতক গুলি
পার্বত্যজাত বনৌষধি সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া
এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগ নাশক শক্তি ধারণ
করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া
বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য করিতে সমর্থ। কি মহতি
আশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বস্ত্রী প্রভৃতি বনস্পতিতে শিখ-
শ্রুতা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার
নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সর্বিশব বিদিত থাকিলে ব্যাধি-
মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের বন্ধনা
দীর্ঘকাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কা-
লের বশ হইতেও হইত না।

অপরূপ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা
সেবনে অনেকাধিক দুঃসাধ্য কষ্ট সাধ্য ও অসাধ্য
রোগও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়,
শ্বশ্বা, শূল ও বহুবিধ শীরঃপীড়া, হৃদয়োগ, শ্বাসকশ,
হৃদকম্প, অন্ন-পিত্ত ও অহ্ন-শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ,
মহামারি জ্বর, উপদংশ, দশটিত দোষ, মুত্রকৃষ্ণ,
বহুমূত্র, রক্ত বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, বক্রত ও গৃ-
হনী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা
অতি উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের কতক গুলি বিশেষ
রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক।
স্মৃতিকা, প্রদর, মুচ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন
প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও
আজ্ঞা আছে, যে বধা নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে
মৃত বৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নি-
দোষ ঔষধ যে দুর্লভ পোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পর-
মোপকারী।

উদাসীন দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজ
১৮৬০ শাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্বে
কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন
নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে
যে কতই ইহার নকল হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই।
কিন্তু আসল ও নকল অনেক বিভিন্ন। পূর্বে
পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান
হইয়াছে, এক্ষণে নূতন কয়েক খানি আরোগ্য
সমাচার প্রকাশ করা বাইবে।

ছয় ছটাক শিশির মূল্য ৫০০ টাকা। বাহা
১৫ পোনের দিন সেবনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশির পৌখরী

বেনারস

আরোগ্য সমাচার

আপনার অমৃত রস আমি ১৫০

আমি ইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ।
বহুবিধ দুর্লভ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট করিয়া
আমরা চমৎকার হইয়াছি। শূল, পুরাতন ও নূতন
হাপানি কাশী, জ্বর, বক্ষমা, গ্রহণী এবং স্ত্রীলোকে
মুচ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপকারিতা দৃষ্ট কর
শিখাছে।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় মহাশয়

জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়া

জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর প্রদর, অর্ধচ শরীর
ও মস্তক কোলা, নাক হইতে শীত বাহির হওয়া,
গা, হাত ও পা, কামড়ানি, ইত্যাদি নানাবিধ পীড়ার
অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত
সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতি-
বাসা শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বহি, অর্শও
অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ
এরূপ হইত যে অন্ন আহ্বারের পনের দিন পরে
ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, অপরূপ অমৃত রস
সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দী।

মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস
ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ
মাসের মধ্যে মৎপত্নী নানা প্রকার উৎকট ব্যাধীগ্রস্ত
হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায়
ছিল না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয়
দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীধরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার

মোং বাহালগ্রাম, রহিগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃত রস আনয়ন করিয়া
আমার পরিবারকে সেবন করণতে অনেক পারমাণে
রোগের উপশম বোধ হইতেছে। শারীরিক দৌর্ভ-
ল্যতা পূর্বাৎপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে
উদরের বেদনা যে এতবারে আরাম হইয়াছে তাহা
বলিতে পারি না, এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি,
তাঁহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ
সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব।
কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিনের নহে।

শ্রীশশীভূষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট

মোং মাতাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে
অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারী ও বৈদ্যমতে
নানাবিধ ঔষধী ব্যবহার করণতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ
মাত্র উপশমন হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ
পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করণতে সম্যক আরোগ্য
লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন
ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা পূর্ণে বদ্ধ

ধাকিলাম, এবং বাহাতে আপনাকে
গ্রামে এবং ইহার চতুর্পার্শ্বে বিস্তৃত
হয়, তজ্জন্ত সর্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মোং হবিপুর, জেলা, দিনাজপুর

মহাশয় আপনার উদাশীন দত্ত অমৃত
মহৌষধীর গুণ ভুবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটা রোগী
আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসী
আনন্দ লাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয়
কত প্রাণীকে অকাল কালগ্রাস হইতে মুক্ত করি
কতই পুণ্য উপার্জন করিতেছেন, ইহাতে আপনাকে
অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রী চৌধুরী প্রতাপনারায়ণ রায় জমিদার।

মোং ডাশবিহা, জেলা, বালেশ্বর।

আপনার জগৎ বিখ্যাত মহৌষধী ঔষধী
গুণ বিষয়ে এতদিন লেখনা বারিক বর্ণনা করি
পারে। সর্বদাই শুনিতেছি যে আপনার কৃপা গুণে
অত্রাঞ্চলের অনেক ব্যক্তি কাল রোগের হ
হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমি চাকু
শ্রীযুত রাধা মোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক
গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাহার স্ত্রীকে অনেক দিন
প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করি
দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস
স্বার্থকত সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীশ্যামচরণ মিত্র।

ডেপুটী পোস্টমাস্টার, মোং বাসভিহা

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত র
আনাইয়া সেবন করার আমার যে গুল বেদনা ছি
তাঁহা হইতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।

মোং জতনপুখরী জেলা, জলপাইগুড়ি।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধী ভগ্নীর রোগে
সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে
দাগ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সের্ট।

মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা দারজিলিং।

আমি হেম বাবুর অমৃত রস অনেক রোগে
পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগে
ইহার আশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। একজন রোগী
বাহাদুর বাঁচবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধ
সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।

৩কাশিধাম।

মহাশয়ের মহৌষধী অত্র স্থানে বিনিঃ সেবন
করিয়াছেন, সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ
করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।

মোং কটিকা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ১৩ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

হুর্ভিক্ষ ও লর্ড লিটন।

যদি মাস্ত্রাসে প্রকৃত লোকের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে গবর্নর জেনারেল যে উপদেশ দিয়া মাস্ত্রাজের হুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত টেম্পেল সাহেবকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে সেখানে কত লোকই যে এবার অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে তাহা বলা যায় না। আমরা পূর্বে জানিতাম যে ভারতবর্ষ ইংরাজ জাতির নূতন সমুদয় বিষয়ের দোষ গুণ পরীক্ষা করিবার স্থান। লর্ড লিটনের হুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় উপদেশে আমরা দেখিতেছি ভারতবর্ষ শুদ্ধ পরীক্ষার স্থান নহে, ভারতবর্ষবাসীদের জীবন খেলনা অপেক্ষা তাচ্ছিল্যের দ্রব্য। লর্ড লিটন কিরূপ অজ্ঞান বদনে বলিয়াছেন যে অন্যান্য সময়ে যদি দরিদ্রদিগের অন্ন কষ্ট নিবারণ করার নিমিত্ত গবর্নমেন্টের কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত না হয় তাহা হইলে হুর্ভিক্ষের সময় কেন তাঁহার এটি কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে? গবর্নর জেনারেল ইহাই বলিয়া যদি ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলেও কতক রক্ষা ছিল, তাঁহার বিবেচনায় গবর্নমেন্ট যদি বদান্যতা প্রদর্শনে কোমরূপ অপরিমিত ব্যয়িতার ভাব প্রদর্শন করেন তাহাতে মঙ্গল ফল উৎপাদন হয় না, সুপিচ ইহাতে দেশের অমঙ্গল হয়, শুদ্ধ গবর্নমেন্টের এরূপ ক্রটি দ্বারা অমঙ্গল হয় না, যদি দেশের মধ্যে অপর কেহ এ রূপ দানশীলতার অপরিমিত ব্যয় প্রদর্শন করেন তাহাতেও অমঙ্গল হয়। যখন দেশের মধ্যে অন্নের নিমিত্ত হাহাকার উঠিয়াছে, যখন দানশীল ব্যক্তির লোকের কষ্ট দেখিয়া সাধ্যাতীত দান করিতে বাধ্য হইতেছেন, তখন এরূপ উপদেশ যে কি কর্তব্য তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু ধন্য ইংরাজি দেশ, ধন্য তাহাদের তর্ক শক্তি, ধন্য তাহাদের রাজ শাসন প্রণালী। যখন বেহারে হুর্ভিক্ষ হয় তখন এই ইংরাজি ভাষাতে অন্য রূপ উপদেশ লিখিত হয়, এই ইংরাজ জাতি লোকের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হন, ইংলণ্ডবাসী ইংরাজেরা, প্যারিসে মেন্টের সভেরা, মহারাজী নিজে ইহার নিমিত্ত ব্যস্ত হন এবং লর্ড নর্থব্রুক ছকুম দেন যে যদি বেহারে স্বর্ণ বর্ষণ করিলে সেখানে লোকের অন্ন কষ্ট দূর হয় তাহাও করা কর্তব্য এবং যদিও অনেকে চক্ষে দেখিয়া আসিয়া বলিলেন যে বেহারে যে পরিমাণ অন্ন কষ্ট হইয়াছে গবর্নমেন্ট তাহা অপেক্ষা সহস্র পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, যদিও আমাদের সম্বাদদাতা গবর্নমেন্টের চক্ষে হাত দিয়া ইহা বুঝিয়া দেন এবং গবর্নমেন্ট হুর্ভিক্ষের মাঝে মাঝে গিয়া আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন তথাচ প্রথম যে বেগে অর্থ ব্যয় করিতে প্রবর্ত হন তাহার কিছু মাত্র সংশয় করেন না এবং ইহাতে কত টাকাই নষ্ট হয়। এই রূপ নষ্ট করিয়া গবর্নমেন্ট দুঃখিত কিরূপে হন না, অপিচ যাহারা এই রূপ অর্থ নষ্ট করেন তাহাদিগকে গবর্নমেন্ট ধন্যবাদ প্রদান করেন, তাহারা গবর্নমেন্টের নিকট সম্মানিত হন। হয়ত এবার আবার এই রূপ কৃপণতা দেখানে লর্ড লিটন এই রূপ সম্মানিত হইবেন। লর্ড লিটন যে রূপ ভয়ানক উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে স্যার রিচার্ড টেম্পেল ত পারতপক্ষে গবর্নমেন্টের অর্থ ব্যয় করিবেন না, মাস্ত্রাজের ধনাঢ্য ব্যক্তি যাহারা হুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কিছু ব্যয় করিবার মানস করিয়াছিলেন তাহারাও ইহা হইতে বিরত হইবেন। যে দেশে অনেক সময় গবর্নমেন্ট মিছা মিছা হুর্ভিক্ষ বলিয়া অর্থ ব্যয় করেন, যে দেশের লোকের অর্থ মঙ্গলতা নাই এবং যে দেশের লোকের পুষ্টি হুর্ভুক্ত হইয়াছে যে অনেক সময় কেবল গবর্নমেন্টের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া সদমুহুর্ত নক্ষরক সে

দেশে হইয়াছে যে বিবেচনা পূর্বক দান না করিলে অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হয় না, তখন মাস্ত্রাজের অদৃষ্টে এবার যে কি আছে তাহা বিধাতা জানেন।

লর্ড লিটন বলিয়াছেন যে, যে দেশে তিন বৎসর অন্তর হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় সে দেশে গবর্নমেন্ট ইহার নিমিত্ত অজচ্ছল অর্থ ব্যয় করিলে পারণমে দেশের বিষম বিপদ সম্ভব। এরূপ করিলে শেষে অর্থাভাবে দেশের সর্বনাশ হইতে পারে। ধন ও শস্য ভাণ্ডার ভারতবর্ষ বাসীদের নিকট এরূপ যুক্তি অতিশয় নির্দারূণ বলিয়া বোধ হয়। যদি অপর দেশীয় লোক আসিয়া ভারতবর্ষকে শোষণ না করিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষ সমুদয় পৃথিবীর হুর্ভিক্ষ ও অন্ন কষ্ট নিবারণ করিতে পারিতেন। সে যাহা হউক মাস্ত্রাজ ও বোম্বাইর হুর্ভিক্ষ সহসা উপস্থিত হয় নাই! দক্ষিণসাবাজপুরে যেরূপ অকস্মাৎ সর্বনাশ উপস্থিত হয়, বোম্বাই ও মাস্ত্রাজে যদি এই রূপ সর্বনাশ উপস্থিত হইত তাহা হইলে লর্ড লিটনের এরূপ উপদেশ আমাদের নিকট এরূপ নির্দারূণ বলিয়া বোধ হইত না। আজ ৪।৫ মাস অবধি সেখানে এই রূপ হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু পাছে দিল্লির দরবারের কোনরূপ বিষয় উপস্থিত হয় এই নিমিত্ত চক্ষের উপর এই বিপদ দেখিয়াও এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই, এখন যে দরবার হইয়া গিয়াছে সেই গবর্নমেন্ট বলিতেছেন যে গবর্নমেন্টের ধন্যগারে অর্থ নাই। ধন্যগারে অর্থ নাই এবং মাস্ত্রাজের এই রূপ শোচনীয় অবস্থা ইহা জানিয়া গবর্নমেন্ট কিরূপে যে দিল্লীর দরবারের অল্পষ্ঠান করিলেম তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। দিল্লীর দরবারে গবর্নমেন্টের কি ব্যয় হইয়াছে তাহা প্রকাশ হয় নাই কিন্তু দিল্লীর দরবার উপলক্ষে গবর্নমেন্ট নিজে যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং ইহার নিমিত্ত দেশের স্বাধীন রাজা ও অন্যান্য সঙ্ঘের যে অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় মাস্ত্রাজের অন্নকষ্ট দূর হইত, অন্নকষ্ট দূর না হউক অনশনে লোক মরিত না। গবর্নমেন্ট যদি কেবল দিল্লী দরবার করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলেও কতক রক্ষা ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে যত গুলি জেলা আছে সমুদয় জেলাতে দরবার হয় এবং ইহার নিমিত্ত অর্থ নষ্ট হয়।

পাছে হুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে গিয়া অর্থাভাবে গবর্নমেন্ট অচল হইয়া দেশের সর্বনাশ হয় লর্ড লিটনের এই ভয় হইয়াছে। কিন্তু দরবার প্রভৃতি দ্বারাও এই রূপ সর্বনাশ হইতে পারে তাঁহার এটি এক বার মনে উদয় হইল না। ইংলণ্ডের মধ্যে পৃথিবীর সকল সভ্য রাজ্যের আলাপ পরিচয় আছে, ইংরাজি সম্বাদ পত্র সর্বত্র প্রচার হয় এবং যখন সভ্য দেশ মাত্র এই বিষয়টি প্রচার হইবে যে লর্ড লিটন এলা জাহুরারিতে দিল্লীর বাদসার সিংহাসনে বসিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষময় আনন্দ উৎসবের লহরী উঠান তিনি তাহার দশ দিন পরে বলেন যে মাস্ত্রাজে অস্বাভাবিক লোক মরিলে গবর্নমেন্ট কি করিবেন, তখন তাহার কি ভাবিবে? পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সভ্য জাতি এই ঘটনাটি পাঠ কি শ্রবণ করিয়া কি ভাবিবেন? লর্ড লিটন স্বরূপ বলুন দেখি যে হুর্ভিক্ষের নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিয়া গবর্নমেন্ট দেউলে হইবার সম্ভব না গবর্নমেন্ট এখন নবাবি চাল চলিতে আরম্ভ করিয়া দেশের সর্বনাশ করিতেছেন? মুসলমানেরা নবাবি চালি চলিতে অনেক সময় লোকের কষ্ট হইত তথাচ তাহারা এদেশেই থাকিতেন এবং তাহারা যে অপব্যয় করিতেন তাহার অধিকাংশ এখানেই থাকিত। ইংরাজেরা ভিন্ন দেশে অবস্থিত করেন, তাহারা নবাবির নিমিত্ত যত ব্যয় করেন তত ভারতবর্ষের টাকা ইংলণ্ডে ও অপর দেশে প্রবাহিত হয় সুতরাং ইহাতে দেশের সর্বনাশ হইবে না কেন? লর্ড লিটন এ পর্যন্ত দরবারের নিমিত্ত গবর্নমেন্ট কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং হুর্ভিক্ষের নিমিত্তই বা কত ব্যয় করিয়াছেন এ দুইটি হিসাব এক করিয়া দেখিবেন কিম্বা অধিক

লর্ড লিটন যখন ধর্ম্ম চিন্তায় মগ্ন থাকেন অথবা যখন তাহার মনে ধর্ম্ম ভাবের আবির্ভাব থাকে তখন এক বার চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিবেন কাহার দোষে মাস্ত্রাজের লোক অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। ইংলণ্ড ও দেশ হইতে স্বতঃ পরতঃ বৎসর ২ কত টাকা লইয়া থাকেন এবং এখন ইংলণ্ডে যে ধন ভারে অবনত হইয়াছেন ইহা কাহার নিমিত্ত? ভারতবর্ষে সহস্র ২ ইংরাজেরা যে বিন্যাস ও সুখ শান্তি সাগরে নৃত্য করিতেছেন এ কাহাদের অর্থ লইয়া। যে জাতি ভারতবর্ষকে নিধন করিয়াছেন, যে গবর্নমেন্টের কৌশল ক্রমে ভারতবর্ষ নিধন হইতেছে, লর্ড লিটন গভীর স্বরে হুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এবং অনশনে মুমূর্ষ ব্যক্তিদিগকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন তাহাদের পক্ষে এরূপ উপদেশ ভাল শুনা যায় না। ইহাতে আমাদের যত ক্ষতিই হউক না ইংরাজ জাতি, ইংলিশ গবর্নমেন্টেরও ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে। লর্ড লিটন জানেন যে ইংরাজেরা কেবল বাহুবলে ভারতবর্ষ বাসীদের শাসন করেন না ভারতবর্ষ বাসীদের বিশ্বাস যে ইংরাজ জাতি অনেক বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের প্রভুত্বের এই একটি প্রধান কারণ। যদি ভারতবর্ষবাসীরা জানিতে পারে যে মোগল জাতির ন্যায় ইংরাজেরা ক্রমে ভোগবিলাসী হইতেছেন এবং বাহ্য আড়ম্বর লইয়া ব্যস্ত তাহা হইলে তাহাদের এই প্রভুত্বের লাঘব হইবে। লর্ড লিটন যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন ইহাতে এই রূপ ক্ষতি হইবার সম্ভব। যদি আমরা ইচ্ছা করতাম যে ইংরাজ জাতির এখানে অপদস্থ হন তাহা হইলে আমরা লর্ড লিটনের এই রাজনীতি নিন্দা করিতাম না কুচক্রীর ন্যায় ইহা পোষণ করিতাম। আমরা ইংরাজ জাতির এই রূপ অপদস্থের শাস্তা করিয়া এই তরাজনীতির প্রতিবাদ করিতেছি। যদি ইংরাজ জাতিও গবর্নমেন্ট আপনাদের পদ রক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে অবিলম্বে এই রাজনীতির পরিবর্তন করুন। যদি ইংলণ্ড হইতে অর্থ আনিয়া গবর্নমেন্টের মাস্ত্রাজের হুর্ভিক্ষ নিবারণ করিত হয় তাহাতে পরিণামে ইংলণ্ড উপকৃত ভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না।

দক্ষিণ সাবাজপুর।

নিম্ন লিখিত পত্র খানি পাঠ করিলে অনেকে জানিতে পারিবেন ভারতবর্ষের কি হুরবস্থা হইয়াছে :-

“অনেকে মনে করেন এইক্ষণ আর দঃসাবাজপুরে কষ্ট নাই—১৬ই কার্তিকের জলপ্লাবনে যে হুর্ভিক্ষ উপস্থিত করিয়াছিল তাহা দূর হইয়াছে। কার্তিক অতীত হইয়াছে, কার্তিকের পর অগ্রায়ণ অতীত হইল, পৌষও অতীত হইয়ছে। এক্ষণ আর হুর্ভিক্ষা কিণের দিল্লীতে রাজ দরবার—ব্রিটিশ রাজহর যজ্ঞ—জেলার জেলায় ঐ যজ্ঞের আংশিক অর্থভুক্তি, চতুর্দিকে আমোদ, চতুর্দিকে আফ্লাদ, বাজ, বাজনা, নাচ, আলোর ছড়াছড়, এমন কি ভারত আজ স্বর্গপুরী—আজ আবার নিরানন্দ কিম্বের? কিন্তু যদি আজ ভারত স্বর্গপুরী, আজ ভারত নরকপুরীও; যদি আজ ভারতের উত্তর পশ্চিম কোণে আফ্লাদ, আমোদ, মত্তগজবাজি ও ততোধিক উন্নত রাজরাজির পদভরে মর্ধ্যাদাভরে এবং গৌরব প্রকাশের আড়ম্বরভরে টলমলাইত, আজ আবার ভারতের তদ্বিপরীত পূর্ব দক্ষিণ কোণের কিয়দংশ কানার রোলে বিভীষিকার উপর বিভীষিকার কালমাগন্তীর নেত্র বিষ্কারণে, মনুষ্য অস্থিপুঞ্জ ও কঙ্কাল রাশির যুগাবিকম্পভাবে রসাতলেও যায়। আজ উত্তর পশ্চিম কোণে কিরণ বাজি ও রাজ রাজির মণি মাণিক্যে উজ্জলিত, কিন্তু হতভাগ্য দঃপূর্ব কোণে ঘোর তিমিরারুহ। আজ রাণী সম্রাজ্ঞী হইলেন, এই মানসিক কম্পনায় আকুয়ারী হিমালয় সমস্ত দেশ ব্যস্ত। কিন্তু সহস্র সহস্র প্রাণা যাহাদের সমুহ ক্ষমতা সমষ্টির নাম রাজর কিম্বা রাণীত্ব, অবহেলার উচ্চিন যাইতেছে ছেদেধে? ঐশ্বর ও দেবতা না, রাজাও দেখেন না, লোকেও দেখে না, আমাদের কেহ নাই!!!

দঃসাবাজপুরের সবছা কেন এমন হইল, তাহাও কি কাঁহাকে বলিয়া দিতে হইবে? কিন্তু পৃথিবী যেমত চক্ষে কাপড় দিয়া বসিয়াছেন তাহাতে না বলিলেও চলে না। এখন কাণে শোনা না দিলেই আমাদের বলত অদৃষ্ট!

গত ১৬ই কার্তিকের দুর্ঘটনার বাহা করিয়া তুলিয়াছে তাহা, সম্পাদক মহাশয়, হয় ত কিছু জানেন আপনার সংবাদপত্র পত্রা পর্যন্ত আসিয়াই ফিরিয়া গিয়াছেন তবেত আপনি জানেন। আপনি না বলেন দীর্ঘে ২০ মাইল প্রস্থে ১০ মাইল স্থানের লোকে কষ্ট পায় কি পাইয়াছে, তবেত আপনি বিশেষ রূপেই জানেন। হা অদৃষ্ট! অমৃতবাজারও আজ বোবা! যে এক জন লোক বরবার গাইকোয়াদের প্রাণ নহে অর্থ নাশের জন্য কলেবর রুদ্ধ করিয়া চিরস্মরণীয় কার্য করিয়াছে, সেও আজ বোবা, অথবা আমাদের অদৃষ্ট! আমাদের কেহু নাই!!! অথবা গাইকোয়াদ রাজা লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রাণ, বিত্ত, গৃহ, অন্ন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কি এক রাজার সম্পত্তির তুল্য?—না, তাহা নয়! পেটেরটা মাধু, তিনি চিরকালই ডাইনের উত্তানে তুল দিয়া আসিতেছেন তাহার কথা কি!

১৬ই কার্তিকের অব্যবহিত পরে যে গোপবোগ উপস্থিত হয় এবং গবর্নমেন্টের রিলিফ প্রেরণে তাহার যে উপকার হইয়াছে তজন্য গবর্নমেন্ট ধন্যবাদ এবং আপনারা বাহা করিয়াছেন! তজন্যও ধন্যবাদ বোগ, কেন না “নেই মামা চেয়ে কাণা মামা ভাল” ঐ টুকু না হইলে দেশ উচ্ছিন্ন হইত। না হইবেও যে বিশ্বাস করিবেন না। আমরা এই ভয়ানক আশঙ্কা করি কেন তাহার কয়েকটা বর্তমান দৃশ্যমান কারণ:—১। অতিসার রোগ। ২। শস্যভাব। ৩। গবর্নমেন্টের উদাসীনতা। ৪। সংবাদ পত্রের উদাসীনতা।

১। অতিসার রোগ। এই রোগ উক্ত বন্যার বিষ ফল। এই সাধারণের বিশ্বাস, আমারও বিশ্বাস কারণ আরত কোথাও এরূপ অতিসার দেখা যায় না। বার্টন সাহেব এজন্য যত চেষ্টা করিয়াছেন তজন্য তিনি ধন্যবাদের বোগ্য যথার্থ বটে কিন্তু উহাতে কিছু ফল দর্শে নাই। যে কয়েক জন ডাক্তার পাঠাইয়াছিলেন তাহার সকলে দঃসাবাজপুরের ৮০ মাইল দৈর্ঘ্য ২৫ মাইল প্রস্থ মহকুমার একটা গ্রামে থাকিলে কিছু করিতে পারিতেন, এত বড় স্থানে কি করিবেন? আবার দঃসাবাজপুরে নগর স্থিতি করিতে টাকা লাগে প্রবাদ আছে। আপনার পাঠকেরা ইহার অর্থ বুঝেন কন্য সন্দেহ। উহার অর্থ এই। দঃসাবাজপুরে ত টাকা ছিল, পূর্বে প্রজারা এত সরস প্রকৃতি ছিল যে আমলারা নগর বাঁকা হইয়াছে ধমক দিয়া তাহা সোজা করিবার জন্য টাকা লইত, অন্যথা তাহার ত মোকদ্দমাই হইবে। তাহাতে আবার এবার টাকার যে ছড়াছড়ি হইয়াছে, নির্ধন ধনী, ধনী নির্ধন হইয়াছে। ডাক্তারদের বিশ্বাস সকল প্রজা ২১ ছালা মারিয়াছে এবং বাহারা এক টুক ভাল অবস্থার লোক তাহাদের কি একেকালেই কিছুই নাই? তাহার অর্থের টেটিকোপ আসিয়া প্রজার বুক দিয়া বসিয়াছেন। এক জন ডাক্তার প্রথমতঃ আসিয়াই বলেন, “সরকারি ঔষধে রোগ সারে না, টাকা খরচ কর বাঁচবে।” তাহার ফল এই ফলিয়াছে নিম্ন প্রজারা ডাকে না। পুত্র, কন্যা স্ত্রী মরে, ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। ডাক্তাররা বিশেষ উপকার করিতে পারে না অথচ টাকা খরচ, টাকা কোথা?

কিন্তু অতিসারের প্রকৃতি বর্ণনা এখন বাকি। এমন গ্রাম নাই, এমন বাড়ী নাই অতিসার না আছে। কান বাড়ী একেকালে উচ্ছিন্ন, বহ্নিনদি থানার নৈকায় এবং তানিতলিতে এই ক্ষণ আব গৌর দেয়। লোক হাটে গেল ফিরিয়া আসে না; এরূপ কান্না অনেক স্থানে শুনা যায়, বাপুকে! বন্যেতে বাঁচিল হুট হুট গেলি আর ফিলি নাই!!! বরিগাল কান্না স্থান স্তর হইতে নৌকা কেয়ারা করিয়া সাবাজ-

পুর আসিতে পারা যায় না; কেহ স্বীকার করেন না। শুনা যায় বহ্নিনদির এক জন হেড কনস্টেবল ১২ মাস ফাটক স্বীকার করিয়াছেন তখাচ থানাতে রহিলেন না। তাঁহাকে আমরা জ্ঞানী বলি, বহ্নিনদি থাকিলে যমের ফাটকে যাইতে হইত; এ মনুষ্যের ফাটকে গিয়াছেন দুই মাস অন্তর বাহির হইবার সম্ভব। এক ডাক্তার সম্প্রতি আসিয়াছেন তিনি মিষ্টির দত্তের কাছে গিয়া প্রার্থনা করেন তিনি যদি নৌকার থাকিতে পারেন তবে বড় ভাল হয়; গ্রামের মধ্যে যদি থাকেন তবে বাঁচিবেন না এই তাঁর বিশ্বাস। প্রজারা বলে বন্যায় যত প্রাণী নষ্ট হইয়াছে তদপেক্ষা ইহাতে অধিক নষ্ট হইবে। কিন্তু লোকেও বুঝিবেন না গবর্নমেন্ট বুঝিবেন না। কারণ সে ১১। প্রঃয়ের মধ্যে কতক গুলি মৃত দেহ দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন এ নিত্য মরে, কে খোঁজ লয়।

২। শস্যভাব। এটি বড় বিষম কথা! প্রজার মরে ক্ষতি নাই কিন্তু যদি বাঁচে তবে খাইবে কি সে এক বড় ভারি কথা। শস্য হাতিয়ানদীর তীরবর্তী আদ মাইল আন্দাজ স্থানে বেশ আছে। ইহার পশ্চিমে ঐ লগ্নে আর ৩১। মাইল স্থানের শস্য চার কি ছয় আনা পাওয়া গিয়াছে। এই রূপ ইলসার তীরবর্তী কি বেইয়া নদীর তীরবর্তী কি মনপুরাতে পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ মাত্র ঐ তীরবর্তী স্থান সমূহে (মনপুরা ব্যতীত) গড়ে ২ মাইল স্থান প্রস্থ ২১০ অমুনিক বর্গমাইলে গড়ে ছয় কি সাত আনা শস্য হইব বোধ করি। এবং মুন্সির হাট, দৌলত খাঁ, ডোলা, কালিগঞ্জ, গাজিপুর, প্রভৃতি স্থানের মুখ দেশের উপরোক্ত ২ মাইল বাদ দিয়া পোয়া মাইল প্রস্থে আর কতক দুব ভিতরে গৃহস্থ গণের বসত বাটী ব্যতীত যে সকল শস্য ক্ষেত্র পড়ে তন্মধ্যে গড়ে দশ বর্গ মাইল জায়গায় ঐ ছয় সাত আনা শস্য পাওয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। সুতরাং সর্ব মূল্যমত সাবাজপুরে ১৫০০ বর্গ মাইলের মধ্যে তিন শত বর্গ মাইলে ছয় কি সাত আনা শস্য পাওয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও গড়ে তিন শত বর্গ মাইলে এক আনা কি দুই আনা শস্য পাওয়া গিয়া থাকিবে। অতএব ঐ তিন শত বর্গ মাইলে গড়ের উপর সাত কি আট আনা শস্য উঠিয়াছে। আর এক হাজার দুই শত মাইল একেকালে কিছু হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মেহুরা, চরপাতা, নেজপাতী, দিদারউল্লা, হাজিপুর, শৈদপুর, চাঁদপুর, চরধনী, বাটামারা, ভবানী, কালীয়া, বান্দাপুর, চরখলিশা, চর জয়নগর, দীর্ঘাটপুর, কঞ্চনপুরের কতকাংশ, মলনীচর, চর টবগী প্রভৃতি স্থানে কেবল উপরোক্ত খাল সমূহের পাশ্ব দিয়া কতক স্থান ব্যতীত অন্যত্র কিছুই হয় নাই। স্বচক্ষে দেখিয়াছি বন্যার অব্যবহিত পরে এই সব ক্ষেত্রে লোকে গৌ মন্দির ছাড়িয়া দিয়াছে। মনপুরার আয়তন ৫০ বর্গ মাইল। ঐ মনপুরার ৫০ বর্গ মাইলের শস্য যে সকল শস্য ক্ষেত্র আছে তাহাতে গড়ে আট আনা শস্য পাইবার সম্ভব শুনা যায় এবং বিশ্বাস করিতে পারি। কারণ জল শীত্র নামিয়া গিয়াছিল। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় ১২৫০ মাইলের মধ্যে এক প্রকার গড়ে ৩৫০ মাইলে আট আনা শস্য আছে। আর বার শত মাইলের লোকের উপায় কি? এক্ষণে অতিসারের ধুম ধামে আছে এবং যা যে ক্ষেত্রে পাইয়া থাকুক তাহার দ্বারা ও ধার উদ্ধার করিয়া চালাইতেছে এবং যমেও চালাইতেছেন। পরে আবার রিলিফ, কতকা রক্ষা নাই। আমরা এই ক্ষণ সাবধান হইতে বলি।

৩। গবর্নমেন্টের উদাসীনতা। ধন্যবাদের পাত্র বার্টন সাহেব বাহা করিয়াছেন তাহাতে তিনি দীর্ঘায় হইউন এই আমাদের প্রার্থনা। কিন্তু বাহা করিবেন ইচ্ছা ছিল তাহা করিতে পারিলেন কি এখন ত দরবারের

ধুমধাম। বার্টন সাহেব যে চাউল ডাইন পা ছিলেন তাহা যদি সকল দেওয়া হইত গবর্ন আঞ্জামুসারে ফেরত না যাইত তবে কিছু উপায় হইত। ৪। ৫ কি উর্ধ্ব ৭। ৮ দিন দাই ফাস্ত করিতে হইল, বার্টন সাহেব করিবেন কি? প্রজার প্রথম বন্যায় পর ৪। ৫ দিন পচা চাউল খাইয়াছে ৫। ৬ দিন ভাল চাউল খাইল আবার পচা খাইতে আরম্ভ করিল—ফল অতিসার। ডাক্তার পাঠান হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা অল্প। সকল গ্রামে বিশেষ যে সকল গ্রামে অতিসার অত্যন্ত ভয়ানক মূর্ত্ত খারণ করিয়াছে তাহার প্রত্যেক গ্রামে এক ২ জন ডাক্তার পাঠাইলে কিছু উপকার হইবার সম্ভব।

লেপটেনেন্ট গবর্নর এক লক্ষ টাকা দঃসাবাজপুর জন্য মুঞ্জুর করেন এবং পঞ্চাশ হাজার পটুয়াখালির জন্য। কিন্তু সর্ব সমেত ব্যয় হইয়াছে শুনিতে পাই ৩০০০ হাজার। আর টাকা কি হইল কে জানে। ইহার মধ্যে স্বর্নময়ীর অযাচিত দান ৩০০০ নাকি সরকার কাটিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিয়া ইহার অর্থ কি? ঐ ৩০০০ টাকা এইক্ষণ ডাক্তার ঔষধে ব্যয় হইলে ত পারে। তার পর ভয়ানক কথা—কর। কর—পথকর—চৌকিদারী প্রভৃতি ট্যাকস রূপে অন্যবিধ কর। ইহার কিছুই রাখিত হইল না। দস্তাল বার্টন রাখিত করিবার জন্য নাকি লিখিয়াছিলেন, গবর্নমেন্ট শুনিলেন না। লেঃ গবর্নর হাতিয়ানদীর নিকট দিয়া জাহাজ বাহিয়া গিয়াছেন এবং শস্য দেখিয়া গিয়াছেন তদনুসারে বাহা করিতে হয় করিয়াছেন অর্থাৎ খাজানা মাগে প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যদি উপরি উল্লিখিত স্থান সমূহের কোন স্থান দেখিতেন তবে এ ভ্রমে পড়িতেন না। ইহাতে দুইটা অপকার হইয়াছে প্রজার সর্বনাশ, জমীদারের সর্বনাশ জমীদার কিছু আদায় করিতে পারিতেছেন না, কজ করিয়া লাটের খাজানা দিতেছেন কি দিবেন; প্রজার উপর দায়ধরা করিয়া রাখিলেন আর বৎস লইবেন এবং এ বৎসর যত দূর পীড়ন করিয়া যাইতে পারেন লইতে ছেন। খাসের প্রজাদের আরো সর্বনাশ, তাহারা যাবৎ খাজানা বৃদ্ধি স্বীকার না করিবে তাবৎ ছাড়াছাড়ি নাই। সার রিচার্ড বাহা করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতার লোক জুলিতে পারেন কিম্বা মুক্তি হইতে পারেন কিন্তু দঃসাবাজপুরের প্রজারা মুক্তি হইবে না। তিনি যদি ২। ৪ গোটা চাউল দিয়া থাকেন তবে ২। ৪ বৎসরের জন্য একেকালে তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়া থুইয়া গিয়াছেন এবং খাজানা দিতে হইবে এই যে হতাশের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহাতে একে কালে অনেকের ইহকালের চাউল উঠিয়া গিয়াছে আর যাইবে।

৪। সংবাদ পত্রের উদাসীনতা এবং ঘটনা লঘুকরণ প্রবণতা দঃসাবাজপুরের বেশী দুঃখ এই। দঃসাবাজপুরে গবর্নমেন্ট কর্মচারীও আসিতে চাহেন না। খবরের কাগজের সংবাদ দাতারা আসিয়া ফিরিয়া যান। বরদাতে সকল সংবাদ পত্রের এক এক জন বিশেষ সংবাদ দাতা প্রেরিত হইয়াছিলেন কিন্তু হতভাগ্য দঃসাবাজপুরে কাহারই কেহ প্রেরিত হইল না। ইহা কি সামান্য দুঃখ কলিকাতার লোক খান কলের জল, স্থান করেন সাংসারের মাতার শিখিতে হইলে অনেকেরই বোধ হয় তেতালাব উপর ছাদে কৃত্রিম পুকুর করিয়া রবরব্যাগের দ্বারা মাতার শিখিতে হয়। ২০। ২৫ হাত জল উঠিয়া একটা রাজ্য নষ্ট হইল ইহা তাহাদের মগজে বাঁওয়া সামান্য কথা নহে। এই জলে লোকের ঘর নাই, ঘরের ভিটির মাটিও গিয়াছে, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ফসল নাই, ইহা তাহাদের বুঝিয়া উঠা ভার। হয় ত এই বুদ্ধিতেই পেটের টের এত মূহুর এবং অমৃতবাজারেরও মুখ বন্দ। আমাদের অদৃষ্ট! এখনও যদি ইহাদের সংবাদদাতারা এখানে আসিয়া রোজক র ঘটনা রোজ প্রকাশ করেন তাহা হইবে কিছু হয়। কিন্তু তা কি কেহ আসিবেন? আমাদের কেহ নাই!!!

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THURSDAY JANUARY 25, 1877.

Reuter telegraphs from Constantinople:—

The Turkish Grand Council convoked to consider the final proposals of the Powers has unanimously rejected them, as being contrary to the integrity and indignity of the Ottoman Empire. The Council amidst shouts of "Death before dishonor" resolved the Ottoman Porte must not further discuss the proposals of the European Powers. The Conference is broken up and the delegates have left Constantinople.

—000—

We have much pleasure in giving a prominent insertion to the following notice:—

"The repairs to the Indian Association for the cultivation of science Building, No. 210, Bow-Bazar St., having been completed, Lectures will be resumed.

A Lecture will be delivered by the Very Rev. E. Lafont, S. J., Rector of St. Xavier's College, this Evening (the 25th Jan.) at 7½ P. M.—Subject: Gravity.

Donors of Rupees 50 and upwards and monthly subscribers will be admitted free. Tickets that were issued to them last year, will do for this year.

Admission Fee for non-subscribers—Annas 8. Tickets may be had on application to the clerk at the office of the Association any day except Sunday between the hours of 10½ A. M. and 4½ P. M., and on the day of Lecture up to the time of Lecture.

MAHENDRA LAL SIRCAR M. D.
Honorary Secretary.

—000—

A correspondent writes us to say that the members of the newly established Bograh Association wanted permission from the local Magistrate to present through him a loyal address to Her Majesty the Empress of India, but were denied the permission on the ground that the Association has not been recognized by the Government. We cannot understand what objections the Magistrate could have in receiving such an address and thus hurt the feelings of Her Majesty's loyal subjects on a joyous occasion, except that political Associations are always hateful to irresponsible autocrats. If the members of the Association without troubling the Magistrate had sent their address to the Lieutenant Governor, it would have been thankfully received.

—000—

The appeal of the perjury case in which the Fenua ryots were convicted came again before the High Court on Monday last. It will be remembered that in the course of the proceedings taken against the notorious tea-planter Webster, the ryots, that is the petitioners in the present case, most of whom, by the way, were shot down by Webster's men, made certain statements on the alleged falsity of which they were placed on trial and sent to rigorous imprisonment. Thus these poor wretches were doubly punished, having first received gun-shots at the hands of the tea-planters and then being incarcerated by the local authorities. It will also be remembered that after they had served out half the term of their imprisonment, some kind-hearted people took compassion on them and presented a petition on their behalf to the High Court, before the Pooja vacation. The High Court enlarged the prisoners on bail and took up the case after the vacation. It was however postponed, and was again taken up on Monday last. Now in prosecuting a man for perjury, the judicial sanction of the Court in which he perjured himself, or of some superior Court, is necessary. But the Joint Magistrate Mr. Badcock before whom the ryots were said to have committed the perjury had not given such sanction. The petitioners therefore argued that their conviction was wholly without jurisdiction and should be quashed. It was alleged on the side of the Crown, the present prosecutor, that the necessary order was passed by Mr. Kirkwood, the officiating Magistrate in the shape of a memo or minute, headed "Notes on Mr. Webster's case disposed of by Joint Magistrate, Mr. Badcock, on the 6th inst." The petitioners urged however that Mr. Kirkwood wrote the memo in his executive and not judicial capacity and that he himself had admitted it in his reply to a petition of the petitioners. The High Court Judges were curious to see this famous memo in original,—copies of which, we are told, were sent to the Police Superintendent for information and guidance, to the Government pleader for the same purpose and to Messrs. Bullock Brothers as representatives of the firm connected with the Fenua Tea Gardens probably for their edification,—and asked the Legal Remembrancer, who appeared in behalf of the Crown, to produce it. But it had mysteriously disappeared from the record, so the case was postponed to Monday, the 12th February, and a telegram was sent to Chittagong directing the Judge to forward the whole of the papers, including Mr. Kirkwood's famous memo, without the least delay possible.

—000—

It will be in the recollection of our readers that about two years ago the ryots of a number of Decan villages rose against the local sowcars or money-lenders, plundered their houses, destroyed their books, mortgage-deeds, bonds and other valuable documents. The disturbances assumed a serious shape, and the police having been found inefficient in suppressing the riots, the Military had to be called into requisition. A Commission was appointed the year before last to enquire

report upon their origin. Their report was submitted to Government sometime since, but has only recently been made public. It contains a large amount of information regarding the relations between the Koonbe ryot and the sowcar, the cause of the late riots, the general condition of the population in the disturbed districts &c.

The Commissioners have attempted to throw all the blame upon the sowcars. It was their unscrupulous dealings, they say, which goaded the ryots to rise against them. With due deference to the opinions of the Commissioners, we submit however, that the real origin of the agrarian rising is to be sought elsewhere. The sowcars were no doubt the immediate cause of the disturbances, but to say that the ryot was goaded to open resistance only by the extortionate practices of the money-lender is all moonshine. The real evil can only be found in the growing impoverishment and destitution of the ryot. The ryot would have never resorted to a money-lender, and be his slave, if he were not reduced to a wretched plight. And the growing wretchedness of the Decan ryot is principally due to a heavy and uncertain land assessment. The Commission partially admit it, for they say that the ryots were in a far better position twenty years ago and this they attribute to "a fixed assesment at moderate rates." The land settlement of the Government is in fact the cause of the ryots' woe. With the exception of Bengal and Oude, the land systems prevalent throughout the rest of British India are levelling in their character and impoverishing in their effects. This is more especially the case with Bombay. Its tenure is ryotwari and the settlement periodical, the term extending over 30 years only. During the first period of settlement the ryot found some relief but the next, that is the revised settlement, has invariably proved to be very hard upon the cultivator. In fact, the assessment of land in the Decan is the hardest of its kind. Land-holdings on which 12 As. assessment was levied have been, we are told, assessed at from 14 Rs. to 128 Rs. People are beggared all round, indebtedness prevails and relinquishment of lands to pay the Sarkar has been inevitable. Even such a superior of Government as Mr. Hope admitted in his administration report that the assesment was pitched too high and unless measures were taken to lower or reduce it, the state of the districts will be deplorable. Thus it is obvious wherein lies the true cause of the disease. To avert a future agrarian rising, Government should improve its land settlement. Unless this is done no amount of remedial measures proposed by the Commission will produce the desired effect.

—000—

THE LIBERTY OF THE SUBJECT.—The following judgment in the case of "The Queen vs. Ramcharan Bysack and another", quoted from the Statesman, will disclose some of those high handed proceedings which oftentimes characterize the administration of criminal justice in this country:—

The appellant has been convicted of having defamed one Motty Lall Sen by writing and posting an anonymous letter to the Commissioner of Rajshaye, giving certain information regarding a dacoity, and adding that two relatives of Motty Lall, Kedar Sen and Chunder Sen, had brought the stolen property to his house, where it was, and where they were disputing as to its division. It appears that the letter was forwarded to the Magistrate of Rajshaye for disposal, and that that officer through the District Superintendent, sent to the District Superintendent of Howrah who forwarded it for inquiry to his subordinate Police. The exact nature of the inquiry ordered does not appear, as Mr. Reily's order is not on the record, but it appears that Inspector Samuel inquired as to the writer, and learning that there was considerable enmity between these Sens and Mahanudo Gupto proceeded to the house of the latter, where he found the appellant, and after some conversation with him he managed to elicit some information which induced him to send in "the appellant to the District Superintendent who forwarded him to the District Magistrate on the 15th August.

Mr. Grant, the District Magistrate, on that date recorded a long statement and probably verbally ordered the Court Inspector to admit him to bail, for I can find no trace of any written order except one written and signed by the Court Inspector, on which however Mr. Grant wrote an order that the appellant should be sent to Hajut because he failed to furnish the necessary bail. It also appears that from that date, 15th August, to 27th November, the appellant remained in Hajut that is until he was convicted and sentenced. There is some explanation of the extreme length of the incarceration, since the summary and illegal dismissal by the Deputy Magistrate, Baboo Rash Behary Bose, of the complaint made it necessary to refer the matter to the High Court, but that does by no means account for the original order the illegality of which is beyond all doubt. At the same time that the District Magistrate passed the orders for the custody of the appellant in default of bail, he appears to have directed that information should be given to Motty Lall with a view to his prosecuting, and that accordingly on 24th August 1876 he (Motty Lall) filed a petition against Ram Churn (the appellant) and Mohanand. On the 24th the complainant was examined by Baboo Rash Behary Bose to whom the case was referred, but that officer appears to have allowed considerable delay to take place, and ultimately on September 2nd dismissed the case in default which necessitated a reference to the High Court whose orders were not obtained until 14th October, when the case was referred to Babu Tariny Churn Mitter, Deputy Magistrate. The complainant was examined on 20th October and his witnesses were summoned. He was again examined on 30th October, and the accused and some of complainant's witnesses were examined on 31st and again on 2nd and 17th November when the accused Ram Churn, the appellant, was called upon to plead to charge, the other accused being discharged on 18th. Some witnesses cited for the defence were examined on 17th November, and the appellant was convicted on 27th November of defamation, and sentenced to 4 months simple imprisonment.

I have carefully read the report, and I can find absolutely no evidence to support the conviction. The Deputy Magistrate has relied on the statement given by the District Magistrate on 15th August, an

on a comparison between the writing on the anonymous letter and some writing made by the appellant, and upon this alone he has convicted the appellant and upon this now in the first place, the statement referred to is no way in itself evidence against the appellant. It has not been recorded as directed by section 122 of the Code of Criminal Procedure nor does it bear the certificate required or any sufficient attestation. Nor is it proved by any evidence that the appellant did make such statement. If it had been recorded in accordance with law it would under section 80 of the Evidence Act have been evidence, but it is not only defective in form, but the circumstances under which it was recorded would make it altogether inadmissible.

The Magistrate and Police appear to have altogether forgotten that they could not take cognizance of any such matter as against the appellant or any one suspected of having written a defamatory letter, without a formal complaint, for it is not a cognizable offence; and further the clause of section 142 of the Code of Criminal Procedure expressly declares that cases under chapter XXI Penal Code which refers to defamation shall not be taken up without complaint. But notwithstanding this, the police "produced" Ram Churn before the Magistrate without any apparent reason, and the Inspector admits that he would "not let him go before producing him before the Magistrate," and this is followed by the Magistrate's examining him at considerable length, and with considerable pressure, as his examination shows and these illegal proceedings were followed up by an order for bail (so it is presumed) or at all events by an order for his custody in default of bail, though the law forbade the Magistrate to take cognizance of such a matter without complaint (Section 142 Code of Criminal Procedure) The invitation to Motty Lall to complain which followed was most injudicious and the retaining the appellant in custody until such a complaint was preferred was most objectionable and without any sanction of law.

Then this is followed by proceedings before Babu Rash Behary Bose which ended on September 6th by the dismissal of the case on default, and yet no order was passed for his release from Hajut so far as the record shows.

Then we have the reference to the High Court for the revival of the case, and the subsequent proceedings before another Deputy Magistrate, which have resulted in the conviction of the appellant and his sentence to 4 months simple imprisonment after he had already been for more than 4 months in Hajut. It is a fitting termination to such proceedings before the Magistrates of Howrah that I should have to add that there is no evidence to support that conviction, for the statement recorded by the District Magistrate is not evidence; there is no legal evidence of any admission made by the appellant and the evidence afforded by comparison of hand writing is such that it would be altogether unsafe to place implicit reliance upon it. I am surprised to find that Babu Tariny Churn has referred to Section 17 of Evidence Act as authorizing the reception of the prisoner's statement as evidence against him, for Section 17 merely gives the definition of the term "admission" as used in that Act under the circumstances mentioned in the Sections which follow it.

The conviction and sentence must be set aside, and the appellant must be released.

H. T. PRINSEP, Sessions Judge."

We have often said in these columns that one of the duties of the police and the Magistrates is to hunt up cases, and here is a fair specimen of it. A man was suspected of having written a defamatory letter, the offence (?) he thus committed was not a cognizable one without formal complaint. The complainant was not forthcoming, but the police with its usual zeal sought him out and compelled him to prosecute the man. The police also most unwarrantably arrested the man, produced him before the Magistrate without any apparent cause, and then kept him in Hajut for weeks together. The case came off before the Deputy Magistrate and was dismissed by him, the prosecutor having failed to enter appearance. And yet the defendant was ordered back to custody by the Magistrate Mr. Grant, was prosecuted though there was no complainant present, convicted and sentenced to 4 months imprisonment! Where is, we ask, the liberty of the subjects if they are hunted up like wild beasts, by an unscrupulous police, backed by autocrats with unlimited powers?

—000—

THE FAMINE POLICY.—When the Government admits that it "runs the risk of being charged with inhumanity" and then declares that it "will not be deterred by such considerations from a course of action which it knows to be right" there must be an end to all discussions on the subject. This declaration on the part of the Government means that it is perfectly aware that its policy will be condemned by the public, but it does not care much what the public may say on the subject. In short the Government will do what it thinks right in spite of what the public may say to the contrary. After this declaration of the Supreme Government, it will not only be labor lost but presumptuous, on the part of the public, to advise the self-sufficient and self-willed rulers of the land what to do at a critical time, when twenty one districts, with a population of twenty seven millions, are threatened with the direst calamity, which can befall a nation.

But yet the public cannot acquiesce, without a protest, in a policy, the framers of which know it to be "inhuman" or will be characterized by the public as such. The ground taken by the Government is a safe one and is one which has served it more than once and it is that old plea—poverty. Let us however first of all see how the Government argues out its case. Says the Resolution: If indiscriminate private charity is bad, the indiscriminate charity of a Government is far worse. [undoubtedly so, but who ever urged Government to be indiscriminate in its charity? This is evading the real point at issue and quarrelling upon one in which there can be no two opinions.] The Government will never sanction a course of action which would tend to demoralize the

quite so. Never do it by all means.] It is essential in the present state of the finances that the most severe economy should be practised. [We only regret that this is not more often practised.] After inculcating all these principles, the soundness of which nobody ever questioned, the Government goes on to say that "so far as the resources of the State admit" and "with the means at its disposal" it will not fail to do its duty to the people. Now we think these are not the legitimate conclusions of the principles above enunciated. Because strict economy is necessary, because indiscriminate charity is to be condemned, because a course which tends to demoralize the people ought to be avoided, therefore it does not follow that the Government will only avail itself of "the means at its disposal" and not extraordinary means, to save the subjects of Her Majesty from death by starvation. The expression "the means at the disposal of the Government" is very vague, and considering the general tone of the Resolution, positively alarming.

But there is another expression in the Resolution which has taken us quite aback. It says: "Even, however if financial considerations were less overpoweringly strong, it would still be true that a Government has no better right in times of scarcity, than in other times, to attempt the task of preventing all suffering and of giving general relief to the poorer classes of the community." What does the Government mean by the above? Let us however see what it means. It means this, if it means anything. The Government does not choose to make a distinction between sufferings from starvation and other causes. Even if the Government had sufficient money it would not forget every other consideration for the sake of 27 millions of people who were only dying of starvation. For instance there is a great deal of suffering for want of separate cells for the prisoners; the duty of Government must be equally divided between the prisoners and the famished, and it sees no reason, why those suffering from starvation, should have the first consideration. Take another example. The people of the up-country suffer a great deal from the scarcity of water, and the Government sees no reason why tanks should not be excavated for them first or at the same time with the relief afforded to the famished. If this be the view of the Government, then the Government has, according to the public of India, taken a very inhuman view of the whole affair, a view which will simply outrage the feelings of the whole country. According to this public, whose opinion, the Government declares at the out-set, will not deter it from the course it has chosen to adopt, the Government has very little idea of its solemn responsibility when it classes sufferings from starvation with other sufferings.

We said the general tone of the Resolution is alarming. Now compare the statement "Even however &c.," with that of the State Secretary during Lord Northbrook's Government on a similar occasion. Lord Salisbury then said, "Her Majesty's Government may rely upon the Government of India not shrinking from using every available means, at whatever cost, to prevent, so far as they can, any loss of the lives of Her Majesty's subjects in consequence of the calamity which now threatens Bengal." There is a great deal of difference between these two sentiments, one declared in 1873 and the other in 1877. The one breeds confidence, the other creates alarm. The one gives assurance, the other is nothing more than an apology. The one indicates a generous heart, the other displays acute reason. Need we say that we, the poor people of India, need the display of heart and not of intellect of England?

The Resolution is very unfortunate in the instance it gives of the manner in which relief operations were carried on in Gorakhpur and Basti during the scarcity of 1873. In these relief works there were about 2 lacs of men who were provided for. But when a full day's labor was insisted on, all these men left their works and fled home. Thus: "When a lax system is established, and every one down to the merest child gets paid for the merest pretence of work, with probably a good many abuses besides, the thing becomes too attractive, the whole country tends to come on the works, the numbers threaten to be absolutely overwhelming." Now is this not a very humiliating confession for a Government to make? The laborers in the works receive but few pices per diem, barely sufficient in times of scarcity to keep body and soul together. If for such a pittance the whole country flocks to the works, what must be the state of the country! Is it possible in any other country in the world, to draw overwhelming numbers to the works on such terms as these?

There is another fact to which we shall humbly draw the attention of the responsible rulers of the land. The prevailing notion of the country is that famines are brought about by the sins of the rulers and the rulers are held responsible for the lives of the people suffering from scarcity. Did it never occur to Lord Lytton that a ruler who fails to afford adequate relief to the people in times of scarcity is not fit to rule? A Government which takes shelter under the plea of poverty when the people are threatened with death from starvation must be inherently defective in its constitution. The Government pleads poverty, but

ing to punish the Ameer if he turns traitor. We not ten times the amount of money, not available to meet the present crisis, be available at the baybarians beyond the Caucasus take it into their heads to break their heads in the wall of fort Attock. So the plea of poverty is a plea and such plea will not do when the lives of millions of Her Imperial Majesty's subjects are threatened.

The general tone of the Resolution is not in keeping with the kind heart of Lord Lytton. Lord Lytton is a kind hearted man and of that he has given proofs. The nobleman who could remonstrate with a soldier for maltreating a native, who lost his temper in penning the famous Fuller minute is not surely a man of hard heart. In saving lives from death, Englishmen generally display greater pluck and generosity than the natives of this country. If nothing moves stolid England, a famine in India throws our masters in a state of delirious excitement. If Englishmen are the most money-loving nation in the world, a famine in India makes them forgetful of their national vice. These are all known to us; what mischievous elf has then brought about this change in English sentiments and thoughts? What is the secret of this sudden change of policy? Is it really want of money? Is the object to give a threat and thus prepare the nation for the imposition of taxes? If that be the case we have no cause of quarrel with the Government. But the people are alarmed and Government ought to do something to assure them. If the object of the Government be merely to re-impose the income tax, we are quite confident the nation will cheerfully pay it if it be only to save the lives of millions and if "the most severe economy is practised" in all the departments of the Government, which, as the Government itself says, has become essential considering the present state of finances.

THE PROCLAMATION OF 1858 AND THE VICEROY'S ADDRESS.—In a late issue we said that in spite of solemn assurances on the part of the Queen to promote our happiness and add to our prosperity, an astounding discrepancy stares us in the face as we go forth to verify them in our belongings and surroundings. An equally confounding discrepancy is visible between Her Majesty's celebrated Proclamation published to the world nineteen years ago, and the Address of Her Imperial Majesty's Representative delivered the other day at Delhi before the assembled Princes and peoples of India. The Proclamation is like a balm to the wounded soul; it is soothing and re-assuring; it imparts cheerfulness and gladness to hearts bent down with despondency; in short, it is the best heritage which an affectionate parent can bestow upon her dutiful children. The Address, on the other hand, is boastful and replete with bombasts signifying the omnipotence of the British Government; it is more calculated to scorch than soften the heart; it deals with some vague generalities which produce no impression on the mind; while the display of England's prowess and wealth and a conqueror's pride in a rhetorical language, and such expressions as "Her Majesty's Possessions throughout the world comprise a seventh part of the earth's surface and three hundred millions of its inhabitants," "Her Majesty's great power," "Your loyal allegiance," ought not to have found a place in an Address the object of which was presumably to secure the attachment of a conquered people.

The Address also contains expressions which can hardly be reconciled with the Queen's promises embodied in Her Proclamation of 1858. Thus in the Proclamation Her Gracious Majesty is pleased to say: "And it is Our further Will that so far as may be Our Subjects, of whatever Race or Creed, be freely and impartially admitted to Offices in Our Service the duties of which they may be qualified by their education, ability, and integrity, duly to discharge." The Address however, touching this subject, goes on to speak: "The administration of this great Empire demands, from many of those to whom share it is entrusted, attributes, not exclusively intellectual qualifications, to which moral and social superiority are essential. More especially therefore, does it rest with those, who, by birth, rank, and hereditary influence, are your natural leaders, to fit themselves and their children for the honorable duty which is open to them by accepting the only education that can enable them to comprehend and practise the principles steadily maintained by the Government of the Queen, their Empress." Farther on the Address says.—"You must all adopt as your own that highest standard of public virtue which comprises loyalty, incorruptibility, truth and courage. The Government of Her Majesty will then cordially welcome your co-operation in the work of administration." Thus while in 1858 promises were held out to us by the Queen that we would be *freely* and *impartially* admitted to offices in Her Majesty's service, we are coolly told after eighteen years' "rapid advance" and "increasing prosperity" by the same Queen's own representative on the auspicious day of Her assuming the highest title in the land that we must wait and improve our morals before we can expect to have a share in the work of administration. The people, who are not children, though Government would like to treat them so, were hardly

prepared for such a homily which is a direct insult to their intellect and moral sense.

But it is to the opening few lines of the Address we shall particularly draw the attention of our readers. After referring to the Proclamation of 1858, the Address goes on to say: "The promises made by a Sovereign whose word has never been broken, need no confirmation from my lips," or, in other words, the promises which Her Majesty held out to the people of this country nineteen years ago, in her celebrated Proclamation, have been faithfully fulfilled to the letter. We are well-nigh staggered at the assertion, especially as it comes from the mouth of such an august personage as Her Majesty's Representative himself on so solemn an occasion. But there are, as we said, discrepancies and let us examine how the case stands. Is it really true that "the word of the Sovereign" has been faithfully carried out by Her servants? We shall presently see.

Her Majesty the Queen said "We shall respect the Rights, Dignity, and Honor of Native Princes as Our own; &c." Has her word in this respect been kept unbroken? The House of Jodhpore is as illustrious as any in the country, nay in the world, and yet the Sovereign Prince of Jodhpore was insulted and expelled from the British territory by Lord Mayo because the Prince foolishly claimed precedence over a rival house. This was not respecting the rights and dignities of Native Princes. It is however a thankless task to rake up old matters, but yet the case of the ex-Gaekwar is not one to be put aside. To *puckro* a sovereign Prince as a common felon and put him virtually in "vile durance" is certainly not maintaining the Dignity and Honor of the Native Princes. People have not also yet forgotten the affair in connection with the Nawab of Tonk, which, though enveloped in mystery, was clear enough to show that neither the Rights nor the Dignity and Honor of a Native Prince were respected on that occasion. It is true that the Native Princes and Chiefs have not been dispossessed of their States, but the same cannot be said of their rights and privileges, and on the whole, their position is now far worse than before. They have now to attend Darbars and pay homage to the Governor-Generals more frequently than they ever did, and this is calculated to humiliate them before the eyes of their subjects. Their power of trying and punishing British subjects in their territories has been taken away from them and no one can deny that this is a direct blow to their honor and dignity. We need hardly allude to the Political Agents and Residents, who, it is notorious, exercise a constant terrorism over the Indian Sovereigns. The Prince of Wales himself admitted that the Native Princes are oftentimes harassed and worried by these Politicals. These Residents are invested with unlimited powers and they can seat or unseat a Prince as is amply exemplified in the case of Gaekwar, and even the biggest of the Indian Princes, the Nizam, trembled the other day at the determined opposition of one of these Politicals.

Her Majesty was further pleased to say: "We hold Ourselves bound to the Natives of Our Indian Territories by same Obligations of Duty which bind Us to all Our Subjects; and those Obligations by the Blessing of Almighty God We shall faithfully and conscientiously fulfil." India is here plainly acknowledged to form integral part of the British Empire,—not a conquered dependency, but a member of that great body politic. Her Majesty makes no distinction between Her Indian and British born subjects. The proclamation unequivocally admits the Natives to an equality of rights and privileges with the Anglo-Saxons. It assures to us a faithful and conscientious regard for our interests. But the British-born subject is not amenable to the same Criminal Procedure which obtains in the land. Instances can be cited by hundreds in which Englishmen have been slightly punished or set free for offences which have secured for the Natives the highest penalty provided by the law. Her Majesty's Indian subjects are proverbially loyal, but loyal or not, the Queen bound Herself by a sacred promise to treat them equally with Her other subjects, yet we are treated with the utmost distrust while unlimited confidence is reposed in Her European subjects. The whole Indian population have been disarmed as if they are natural enemies to the Queen and one must take out a pass or licence before he can keep even a fowling piece in his possession. Now this is not fulfilling Her Majesty's obligations faithfully and conscientiously. Her Majesty never intended to emasculate a once noble nation, but Her Officers have reduced them to the most helpless condition possible. The Military Department is sealed to us, the Foreign Office is not for us, and we are not trusted even with the minutest secrets of Government.

As to the appointments of Her Majesty's subjects irrespective of creed or color to posts under Government, it is notorious how the loaves and fishes of the State are shared in by the ruling race, while a few bones and crusts only are distributed to the children of the soil. It is admitted on all hands that the Natives are quite fit for any post, either in the judicial or executive branch of the service, but the fat employments are not for them. The doors of the Civil Service are practically closed on us, and though a

ago with the object of appointing direct to the covenanted service, yet far off from its sacred precincts as we are and are threatened to remain so by the Vice-press himself till we have made sufficient progress in our morality. We have no offices, Political and Military, under the Government. We commanded armies and held all the important posts of trust when the Mahadans ruled the country, but under the benign and civilized government of the English, in the face of promises most solemnly made by the Sovereign, our inherent rights are trampled under foot, and we are not allowed to take any share in the work of administration of our own country.

Religious neutrality is solemnly promised in the Proclamation, but it is well known how it is preserved by Her Majesty's servants. The Mogul Emperors are condemned for having imposed the zezia tax, but we also pay the zezia in the shape of a contribution for the spiritual food of the handfals of Christians that are in the country. This is certainly not maintaining a strict neutrality in regard to the religions of all Her Majesty's subjects.

And lastly our Gracious Queen was pleased to promise: "When, by the Blessing of Providence internal Tranquility shall be restored, it is our Earnest Desire to stimulate the Peaceful Industry of India." The blessings of the Providence have been showered upon Her Majesty and the nation, and internal tranquility has also been established throughout the land, but the peaceful industry of India has not been stimulated. Her Majesty's servants may not be wanting in good intentions. But these are frustrated and nullified by a queer freak of fortune. Far from encouraging the industries of the country, the late Government of Lord Northbrook never recognised the desirability and never harboured the design of making the Natives an enterprising and industrial people. Rather has it steadily maintained a contrary policy, the cool, ungenerous policy of neglecting and keeping down native interests and promoting those of its own. Indeed our rulers have not openly asserted the right of the strong over the weak, of the superior over the inferior. There is no law prohibiting us from the pursuit of trades and industries. We are not kept out of our mines, or tea and coffee fields. All the resources of the country are left open to us, and every man is at liberty to select his own career, and carve out his fortune in his own way. True, there is a semblance of justice in the actions of Government, but virtually and to all intents and purposes the country has been reduced to an utterly wretched condition. The scheme of Government is skillfully devised to deaden every energy of the nation. The conquerors have, by means of masked legislation fully disabled us, and disinherited us of all that is of advantage to us. The free-trade principle has been forced upon us, and in the name of right and philanthropy, doctrines the most hostile to all Indian arts and industries, have been introduced into the country.

SCRAPS AND COMMENTS.

A correspondent informs us that the speech which Babu Issur Chunder Bose, Zemindar of Sreedharpore, made on the occasion of the assumption of the Imperial title created a favourable impression amongst the European community of Jessore. The Babu, we are glad to hear, made a donation of Rs. 500 to the Jessore Dispensary funds, and besides, illuminated the greater portion of the town and displayed fireworks in a considerable quantity. He also entertained the leading gentlemen of the town to a hearty dinner. The Rajah of Chanchara also spent a good deal in giving a dinner to the Europeans and displaying fire-works.

The *Tioneer*, as the mouth-piece of Government, would make us believe that the intentions of Government are far from warlike. Regarding the Frontier affair it says:—

The rumours of great military preparations on the Frontier have spread all over India the expectation of important operations. We are in a position, however, to calm apprehension or disappoint hopes as the case may be. For some time past Government has kept itself ready for contingencies in case of a general outbreak of war. But there never was, and is not now, any intention of moving hostile forces against the hill tribes, or beyond the Frontier. We may add that the relations of the British Government with Cabul are altogether friendly.

Yes the Amir is quite friendly, but is it a fact that he insulted the British Ambassador at Cabul and sent an insolent reply to the letter of the Government?

The following startling news has been published in the *Indian public Opinion*:—

It is rumoured at Cabul that the Russian Ambassador has asked the Amir to permit the Russian troops to pass through his territory, in return for which, the Russian Government would grant to the Amir the towns of Shair Ganj, Takka, Yamat, Khiva, and a few together with certain territory adjacent to Peshawar. In case of non-compliance, the Amir has been invited for open warfare with the Russians. The Amir's Highness has appointed, and sent to the Amir, Nur Mohamed Shah, and the Amir's brother, Ata Mohamed Khan, to decide the matter.

In reference to Nautch dancing in England writes to the *Empress* that she is glad that the announcement

will be the occasion of a great gratification to the people. But I am not at all in favour of Nautch dancing is proposed as one of the measures that this will be vigorously opposed to by the enlightened Indians. It is well-known how very objectionable this is considered by all the respectable English. But what is ball-dancing, pray? Is it not far more indecent than Indian Nautches? The Biewallis at least dress themselves properly, but your young English ladies would not only care to cover their persons, but dance with young men in a manner which is simply shocking. It is amusing how an English lady is indignant at the Indian Nautches, while she herself perhaps had danced maney an English dance with young people of the other sex.

S. C. M. sends an account of the Muzzahapore Chota Durbar. He says that the Town was but indifferently illuminated and some blankets were distributed among the poor.

The famine cost in the Madras Presidency has already reached Rs. 40,000,0000, while the expenditure for the same purpose in Bombay amounts to Rs. 12,15,350. Kanchi, where Sir Richard Temple is shortly expected, is now said to be the most afflicted of all the Madras Districts.

The first interview between Lord Salisbury and the Sultan, which took place on the 10th Dec., last, is thus described by a correspondent of the *Times*:—

Lord Salisbury and his suite were introduced to the Sultan on Sunday. The audience was private. The Special Delegate and his Secretaries wore on uniforms. They were admitted not into the Throne Room, but into a plain apartment on the ground-floor, and bidden to sit down in the Imperial presence, the whole reception being remarkable for the absence of all those prostrations and salaams which have been the rule at this Court for so many centuries, and which the present Padishah has abolished, to the great relief of his First Dragoman and Master of the Ceremonies, whose back, he says, still aches with the bare recollection of what he formerly had to go through. The Sultan's welcome to his distinguished European visitors, was by all accounts extremely cordial and benignant, and the impression he made upon them, as, indeed, upon all he has hitherto come into contact with, has been in every respect favourable. The young Sovereign, it seems, has a somewhat sad, care-worn look, and his appearance is that of a man considerably older than the *Almanach de Gotha*, which gives the date of his birth as the 22nd of September, 1842, would make him. But allowance must be made for the wearing effect of a Southern climate and of a secluded harem life. The Sultan spoke with unaffected diffidence, as he has hitherto done on all similar occasions, about his recent accessions to the throne, and his consequent inexperience of affairs, and dwelt on the difficulties with which he was beset. He ended by an assurance that the most earnest wish of his heart was to promote the welfare of all his subjects, placing them on fairly equal conditions and calling them to the enjoyment of the same rights. The Sultan, I am told, spoke these words to this effect, and there can be little doubt that he said what he meant. On the uprightness and benevolence of his intentions no question has as yet arisen, and it is quite certain that, were matters to be settled between him and his subjects, the ascendancy of his Imperial rank and sacred character would enable him single-handed to ensure the happiness of his people. Unfortunately, the Ottoman Empire, although a despotic, is not a Monarchical State. It is simply an oligarchy having at its head as a ruling class, not a feudal or a patrician aristocracy, but a crowd of high functionaries in or out of place—Viziers or ex-Vizier's Valis, Pasahs, &c.—constituting a satrapy rather than a bureaucracy, reigning, not ruling, or ruling through subalterns whom they despise, and who hate and cheat them, and contending among themselves for the monopoly of a mere shadow of authority, which they exercise solely for their own benefit, and which they are unable or do not care to turn to the advantage either of the Sovereign or of the country.

An esteemed correspondent writes us on the subject of Lord Lytton's speech:—

Sir,—In the telegraphic summary given in the "Times of India" of the speech of Lord Lytton delivered on the 3rd instant I find the following important sentence:—

"I do most seriously believe, that one single act of deliberate injustice,—one marked and conspicuous departure from the principles of equity,—which have hitherto guided our Government, one clear instance of either inability or unwillingness to redress a wrong, whoever the sufferer, high or humble, native or European—I do say most seriously, as a record of my conviction, that this would be more discreditable, and therefore more disastrous to the British Empire in India than any financial or military catastrophe."

This is greatly refreshing to read after having been accustomed to see, perpetrated daily before my eyes, the grossest and most grievous injustice. His Lordship speaks of "one single act" but what if I show his Lordship ten acts of the most deliberate and most flagrant injustice, acts which are not merely conspicuous departures from the principles of equity but utterly subversive of those principles? And what if I further prove, by unimpeachable evidence, that the court which daily does such injustice has been made practically irresponsible and that its superiors by refusing to hear appeals, stifle the complaints of the sufferers? Will it then be acknowledged that, in the words of his Lordship, the acts of such a court are "discreditable to the Empire" which allows them and that the continued existence of such a tribunal reflects dishonour and disgrace on the British rule. To convince you of the truth of my statements I will send you, in a few days, a faithful account of a case decided by the court, in which I am speaking of, from which you will see that the said court shrinks from often resorts to deliberate misstatements enormous injustice. Sir, is it not a journalist and a loyal subject to expose the misdoings of such a court? It has been systematically ruining the province and which consequently more unpopular in that province than possibly do?

I give publicity to these few lines in order to draw the attention of the public to the scandals I speak of, and to the causes of the evils which are afflicting the Empress the affections of

Yours faithfully

The Berlin correspondent of the *Times*, writes to the effect that a Persian envoy is expected in St. Petersburg to announce the policy which the Shah will pursue on the outbreak of a war between Russia and Turkey. That the Shah of Persia should not consider it necessary to depute a second envoy to London is a fact of some significance. It appears there is scarcely any probability of England's recovering its lost prestige at Teheran.

The undermentioned jewellers are said to have been some of the principal contributors to the exhibition of jewellery at the Delhi Assemblage, estimated at £5,000,000, or Rupees five crores:—

Buddydass Mookkeem, Bahadour, forty lacs; Bhuggomandass, ten lacs; Monohurdass, thirty lacs; Kartick Setty, five lacs; Messrs. Handford and Crew, one crore; Pannalall of Bombay, seventy lacs; Fukeer Chund and Soonderdass Chunnoo of Benares, twenty and ten lacs, respectively; from Baroda, about forty lacs. The sale of jewellery does not seem to have been attended with such liveliness as was hoped for by the adventurous jewellers.

We suspect that the above statement is subject to a liberal discount.

We learn from a Lahore Paper that the Khan of Khelat and his following of about 200, left Delhi on Thursday last in charge of Dr. Duke; they spent Friday at Amritsur, and are expected in here on Saturday. His Highness was very loth to leave his comfortable quarters at Delhi; and it was with great difficulty, we believe, that he was induced to consent to take his departure. On dit that the Khan took a great fancy to his large tent as well as its furniture, and was desirous of removing it bodily to Khelat, as well as the furniture which it contained. Politicals vainly protested that the tent was the property of Government, and that it was merely lent to him; and it was not until he was firmly but in plain language given to understand that he had got all that he was to receive from Government, that he abandoned his claims to the handsome tent and its contents.

A German firm, Asbeck, Osthaus and Co., are manufacturing a substance they term steel iron, in five different varieties; so that they can furnish steel upon iron, iron between two layers of steel, steel between two layers of iron, steel core and iron skin, or iron core and steel skin. It is made in an iron shell, divided into two compartments by an iron plate. Before melting, both the steel and malleable iron are cleansed from any substance which would impede their welding. In the casting, they are run at the same moment into the shell, in such a manner that the separating diaphragm serves to weld the two metals together, which form an inseparable mass when cooled. The process is recommended for rails, anvils, armour plates, &c.

The Admiralty have asked for designs for a gun capable of piercing 36in. of armour. The preparation for the manufacture of this gun, supposing its weight to be not more than 200 tons, will not necessitate the extensive outlay in new machinery and plant which attended the production of the original 81-ton gun, the various appliances then provided having been contrived with a view to further requirements. Various alterations, however, will be requisite at every process.

At the Imperial Assemblage the amnesty of 1859 was extended to actual leaders of the revolt of 1857. They may now go back to their old homes; being only obliged to give notice to the district authorities both of their return and of their intention to behave well for the future. If they should ever wish to leave the district they must also give notice. The exception excluding murderers and leaders of the mutiny is to be kept in force; and Feroz Shah, the late King of Delhi's son, is especially named as not partaking in the privileges now conferred.

At the interview at Madhopoor, Lord Lytton agreed to pardon the Jasvan Rajah for this conduct in 1848, and reverse the attainer against this Hill Chieftain. The Rajah of Jasvan's son is the Maharajah of Cashmere's son-in-law, so that this fair and reasonable act of clemency and grace was peculiarly acceptable to the Maharajah. The old Rajah was the principal man of the Hill Chiefs who rose in insurrection in the north of the Jullunder Doab in 1848, when Sher Singh and Moolraj called on all to rise and deliver their country.

Regarding the injustice done by the English Government to the Zemindar of Palcouda, Madras, the local *Athenneum* says:—

We have received a copy of the opinions of the Press in the Zemindar of Palcouda's case, neatly bound in pamphlet form, by which we are reminded that this unfortunate native nobleman is still under restraint at Vellore, not being allowed to leave that place without a pass from the civil authorities; and that no steps have been taken, as far as the public are aware, by the Madras Government to restore his undoubted rights and to atone for conduct, which we have before commented on in these columns as being utterly indefensible, and in the highest degree culpable and cruel. Why an admittedly innocent boy should have been placed in strict confinement, his property confiscated, and he kept in this state for forty years, has never been, and can never be, justified. We should, however, have thought that the cruel injustice of this terrible outcome of what has been styled, "State necessity" would have been in some measure atoned for, by the wretched man receiving some little portion of the imperial sunshine that has made glad the hearts of so many. But no. Convicts have been released by thousands from the Imperial Majesty's jails, but

official espionage, and at this moment cannot move about without the written authority of the civil authorities. While not the remotest idea of doing him justice by a formal restoration of estates that are legitimately his, appears to have entered the official mind. Can Lord Lytton, the warm-hearted, the kindly, the gracious, know of this fragrant case?

Anecdotes regarding the Khan of Khelat.—
The *Pioneer's* Special at Delhi furnishes the following:—
I have already spoken of the Khan at home in his own camp with his sirdars, of their dinners on the floor, and their passion for the spoons belonging to the mess-tent. Other stories are told of them moreover, one that they have eaten up all their soap. This is a good deal to believe, but at any rate the soap has been made a way with. The whole camp was properly supplied one day, and the next there was not a cake left. But these little anecdotes pale beside the narrative of the Khan's first introduction to the pleasures of dining out. I hear that the fence at which he first came to grief, so to speak, was the fish sauce. There were two kinds offered to him on one salver, and he carried a ladle-ful of each to his mouth to see which he liked best, concluding finally to establish a mixture on his plate. Then the earlier side dishes fared badly when they came within the sweep of the Khan's arm, till it was explained to His Highness that there were many other delicacies in reserve, and that he would do well to nurse his appetite. Altogether his fellow-guests must have had a very amusing evening, though some little incidents I have left unnoticed may have given them starts occasionally.

We learn that Government has found it necessary to postpone for the present the Railway Conference which was to have met here in February. The delay is due to the pressure of work caused by the famine in Madras and Bombay, which will prevent the representatives of those presidencies from leaving their posts for some months to come.

Sayad Mir Muhammad, the representative of the Amir of Kabul, with the British representative in Kabul, Ata Muhammad, are coming to Peshawar, to have an interview with Sir H. Davies and Sir L. Pelly; Dr. Bellew, though at present Sanitary Commissioner of the Panjab, having been specially deputed to the meeting as interpreter, and to give the benefit of his experience on frontier matters. The *Pioneer* admits that there has been a coldness between the Government of India and the Amir, which the forthcoming interview will, it is hoped, put an end to; and hints that an attempt will be made to induce the Amir to allow a European envoy to reside at Kabul.

Notwithstanding all the Military preparations that are known to be going on in the Panjab, the Allahabad paper still asserts that there is no intention on the part of the Government of India to undertake a frontier expedition, still less do they imply a likelihood of any hostile operations against Afghanistan. The activity amongst the northern garrisons is due to the outside chance that, if war recommences after the breaking up of the Conference, and if England joins in it, a force might be wanted, not for an attack on, but for the defence of, the integrity of Kabul.

We have much pleasure in giving insertion to the following letter from the Secretary to the Government of Bengal to the Director Public Instruction:—

Sir,—I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 10, of the 6th January 1877, reporting the liberal support given to the Music School attached to the Calcutta Normal School by Baboo Sourindro Mohun Tagore, Doctor of Music.

2. You state that, for several years, Doctor Tagore has contributed Rs. 30 per mensem for the salary of a teacher of music, besides awarding annually two silver medals to the most proficient students in the Art, and that recently he has presented the Music School with a Table Harmonium of the value of Rs. 200.

3. The exertions of Doctor Sourindro Mohun Tagore in the cause of education in music have more than once been brought to the notice of Government, and I am directed by the Lieutenant-Governor to request that you will convey to him the acknowledgments of the Government of Bengal for his enlightened liberality.

Dr. R. N. Khory, a Native of Bombay, has taken the degree of M. D. in the University of Brussels.

In the event of hostilities with Russia arrangements are perfected at the Admiralty for an immediate and material increase being made to the squadron on the North American and West Indian station.

Dr. H. D. Masani, a Hindu gentleman of Bombay, now in England, has become member of the Royal College of Surgeons, and Mr. D. Warlikar, another Hindu gentleman, has passed the first M. R. C. P. Examination.

There is a report that Mr. Stuart Bayley, the Commissioner of the Patna Division, is to be the Secretary to the Bengal Government in the Judicial and Political Departments, Mr. R. L. Mangles, the present incumbent, succeeds Mr. Bayley in Patna.

The King of Burmah is always trying to cultivate friendship with some of the European Powers, and extend his commercial relations with them. It appears His Majesty has lately sent an Embassy to Spain. This Embassy—so Reuter informs us—had a State reception at Madrid. A commercial treaty between Spain and Burmah is in view.

Preparations are in active progress for the Frontier Campaign. A telegram from Lahore to the *Englishman*

says:—"The Commander-in-Chief passed through to-day to Rawalpindi, where the Lieutenant-Governor will join him for consultation about Frontier affairs. Travellers are warned that the road between Rawalpindi and Peshawar is unsafe. Ladies are forbidden travelling by night. General Keyes is expected at Kohat on the 20th. A Squadron of the 4th Punjab Cavalry forms part of Major Sandeman's escort to Khelat. There are great preparations for the Frontier Campaign."

A serious water famine is apprehended in the Madras Presidency. A telegram to the *Englishman* states:—

Wells are being sunk on an extensive scale, but in certain districts require blasting through rocky strata, which is a work of time and skilled labor. Water in Madras city very short, wells drying up and Redhill water-supply failing. Unprecedented importation of grain. Beach piled with rice bags for nearly half a mile. Strand choked with bullock carts, mule waggons, and lines of carts dragged by coolies. Demand for rice by Native inland merchants still apparently inexhaustible. Government purchases have ceased, Supreme Government having questioned propriety of former purchases without its sanction. Sir Richard will decide this point, also the question of food or money wages and large or small works. Latest forecasts indicate two million people on Relief works by April.

We have heard of grain bazars being looted during a famine, but never of a special grain train being looted. The *Madras Times* writes:—

We learn that Mr. Hill, the Divisional Officer in charge of the 1st Division, on the North-West Line of the Madras Railway, telegraphed, on Thursday afternoon, to the Traffic Manager, Mr. Church, that the line of Railway between Wontinetah and Cuddapah, for about half a mile in length, was obstructed by huge boulders of rock evidently placed on the line with a view of stopping and looting a special grain train approaching that locality. The driver, we hear, on perceiving the obstruction, stopped the train, unhooked his engine therefrom and proceeded leisurely with his engine to examine the matter for himself, when, during his absence the waggons were attacked, it would appear, with a view to loot the grain that was being conveyed by that train. Serious apprehensions were entertained by the railway officials in regard to the outgoing G. R. M. Mail Train of Thursday. At the time we write the line continues still blocked, and we hear that the driver on his return to the waggons from the scene of danger, was also attacked as well as the guard.

The question whether the law of maintenance and champerty, or any rules analogous to that law, as it exists in England, have been introduced into and form part of the law of India, has been for a long period in controversy in the Indian Courts. In the judgment, delivered on the 25th Nov., 1876, on the appeal of Ram Kumar Coodoo and others vs. Chandra Kant Mukerji from the Calcutta High Court, their Lordships of the Privy Council made the following remarks on the subject:—

"But whilst their Lordships hold that the specific English law of maintenance and champerty has not been introduced into India, it seems clear to them upon the authorities that contracts of this character ought under certain circumstances to be held to be invalid, as being against public policy. Their Lordships think it may properly be inferred from the decisions above referred to, and especially those of this tribunal, that a fair agreement to supply funds to carry on a suit in consideration of having a share of the property, if recovered, ought not to be regarded as being, *per se*, opposed to public policy. Indeed, cases may be easily supposed in which it would be in furtherance of right and justice, and necessary to resist oppression, that a suitor who had a just title to property, and no means except the property itself, should be assisted in this manner. But agreements of this kind ought to be carefully watched, and when found to be extortionate and unconscionable, so as to be inequitable against the party; or to be made, not with the *bona fide* object of assisting a claim believed to be just, and of obtaining a reasonable recompense therefor, but for improper objects, as for the purpose of gambling in litigation, or of injuring or oppressing others by abetting and encouraging unrighteous suits, so as to be contrary to public policy,—effect ought not to be given to them.

Oude and North-West have at last been amalgamated. We extract the following from the proceedings of the Government, Home Department:—

The Governor-General in Council is of opinion that it is expedient, on grounds of financial and general policy, to combine the Administration of Oudh with that of the North Western Provinces.

2. The simplest mode of carrying out this measure is to transfer the seat of chief executive authority in Oudh from Lucknow to Allahabad, leaving matters otherwise as they stand. This will cause the least disturbance of existing arrangements, and will provide, with the greatest amount of economy possible, for the maintenance of the peculiarities of the Oudh administrative system.

3. The Governor-General in Council is, therefore, pleased to declare that, the office of Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces being vacant, the Chief Commissioner of Oudh shall be transferred to it. The Lieutenant-Governor and Chief Commissioner will exercise the present functions of both offices within each Province respectively, and will be required to reside at Lucknow for a portion of the year.

Writing about the speech of the Viceroy on Proclamation Day, the *Statesman* concludes its remarks in the following words:—

Detailed criticism of the speech is needless. As an effort of composition it may get the praise of elegance. Its dividing by turns the different important reminds one of a Royal speech at a banquet. Unfortunately, we have no ground for a speech, the prelude to a speech, to give form and solidity to when we have reached the end of mere words, is the institution of the Order of the Indian Empire of honour, were what the Emperor had enough and more than enough of banners and medals, certificates and meaningless vanities. B

titles and dignities, creating Imperial Councillors who will never be asked for counsel, and Generals of the British Army who will never be asked to serve, we shall only make our honours and our titles contemptible in the eyes of those we seek to conciliate. It would seem that the Government has adopted with modifications, Pope's famous lines to characterize the people of India, and shape its policy towards them:

Behold the child, by nature's kindly law,
Pleased with a rattle, tickled with a straw;
Some livelier plaything gives his youth delight—
A little louder, but as empty quite;
Stars, garters, gold, amuse his riper stage,
And beads and prayer-books are the toys of age.
The people and Princes of India are to be forever treated as children, to be put off with pattings and praises, and kept from sulking by such toys as stars and medals, and parchment certificates: It is not statesmanship but Beconsfield fireworks.

The *Bombay Gazette* severely takes the *Pioneer* to task for publishing Official Papers earlier, and thus castigates the Allahabad Paper:—

The *Pall Mall Gazette* used to be spoken of as a paper written by gentlemen for gentlemen; and in like manner the *Pioneer* may justly be described as a paper written by snobs for snobs. We daresay our Allahabad contemporary will himself admit the accuracy of this definition; for his ambition does not soar high, and he is quite content, by the exercise of "a judicious profusion" to buy little bits of news with which he may titillate the appetite for gossip of the unthinking members of Anglo-Indian society. For the higher function of journalism, which involves the careful and impartial discussion of public measures with the view of enlightening the public mind and assisting the Government to carry on the administration of a country in accordance with public opinion, the *Pioneer* has the loftiest contempt. Its simple policy to corrupt Government servants, paying them for information which it afterwards does not attempt to criticize but communicates to its readers in the air of a State trumpeter proclaiming some Imperial decree. The position of the *Pioneer* peculiarly qualifies it for undertaking work of this kind. It is a paper without a bottom. It is published indeed at Allahabad, but it represents no living, organized community. At Bombay, and in some degree also at Calcutta and Madras, the newspapers speak in the name of a great population educated in the knowledge of public affairs and full of life and energy. But the *Pioneer* has no public opinion of any kind at its back, it represents nobody but the officials who supply it with news for money or on the condition of being written up in return for their base betrayal of secrets of State; and it might as well be published at Simla or wherever else the Government of India may fix its residence as at Allahabad. No doubt, freedom from local prejudices is an advantage; but it is better to be swayed unconsciously, in the discussion of administrative or legislative measures, by the character of the people among whom one dwells, than deliberately to use a newspaper as the medium for advertising the claims to high position and public honours of men who are not too scrupulous to sell to the highest bidder the information acquired by them confidentially in the service of the State. A journal of the *Pioneer's* stamp cannot fail to bring both itself and the Government into discredit. Lord Lytton has had the shrewdness to see that those high officials who may have thought they were making use of the *Pioneer* for the good of the State have systematically bribing it with tidbits of information made a very great mistake, since the proprietor of the *Pioneer* really made use of them. No opinion of the *Pioneer* any question carries the slightest weight with the public for the simple reason that a paper which is not independent at once ceases to command the respect even of its own readers; and it may, without exaggeration, be said that the only use the *Pioneer* is now put to is to keep prominently before the eyes of the Viceroy in Council the names of the gentlemen who write in its columns. A newspaper employed to serve purposes of this kind may help forward the fortunes of individuals, but it must injure the credit of the State.

The *Civil and Military Gazette* is informed that a message has been sent to Cabul by the Foreign Office, demanding an explicit explanation of the Amir's recent demeanour towards the British Government and Russia; and that the demand is to be made and insisted upon, that a British Officer shall be permitted to remain at Cabul, to represent the Government there, and to keep it informed of what goes on in Central Asia. This may be looked upon as the first step towards the carrying out of that vigorous foreign policy which it was reported Lord Lytton was charged with, when appointed to the Viceroyalty, and which the India Office are now determined to carry out.

We learn from the *Indian Daily News* that:—

On Saturday last, after 4 P. M., while His Excellency the Governor-General of India was driving through College Street to Barrackpore, Babu Baney Madhub Sen, son of Babu Goroob Churn Sen, of Colocottah, who was driving his mail-phatton speedily behind, attempted to pass His Excellency's carriage. The guards of His Excellency repeatedly requested the Baboo to slacken his speed, and to drive behind the State carriage. Having given no heed to it, he was firm in his resolution, his carriage was stopped by the guard, and he was handed over to the Police, and may be introduced to Mr. Dickens to-day?

Advertisement.

EAST INDIAN RAILWAY.
Alteration of Trains. N. W. P.

With reference to the advertisement dated 31st October, 1876, the public are informed that the Extra Passenger Train, which has been running daily between Allahabad and Delhi since the 1st September last, to meet the Imperial Assemblage will be withdrawn on and from 1st November next.

BRADFORD LESLIE,
Agent and Chief Engineer.
Allahabad, 25th January, 1877.

করিয়াছেন তাহাতে তাহার সেখানে থাকার আর প্রয়োজন হয় নাই। মাল্দ্ৰাজ গবর্ণমেন্টে দুর্ভিক্ষে কিছু অমনোযোগীতা প্রদর্শন করিয়াছেন। টেম্পল সাহেব এখন কিছু কাল মাল্দ্ৰাজ অঞ্চল ভ্রমণ করিবেন।

—কাবুলের আমীরকে ঠাণ্ডা রাখিয়ায় নির্মিত ইংলিশ গবর্ণমেন্টে তাহাকে বৎসর বৎসর এক লক্ষ টাকা দেন। শুনা যাইতেছে যে গবর্ণমেন্টে প্রস্তাব করিয়াছেন যে আমীর যদি প্রয়োজন মত তাহার রাজ্যের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ সেনা গমনাগমন করিতে দেন অথবা কাবুলে ইংলিশ গবর্ণমেন্টের এক জন প্রতিনিধি থাকিতে দেন তাহা হইলে বৎসর বৎসর দুই লক্ষ টাকা পাইবেন। আমীরের ইংরাজদের প্রতিনিধি কাবুলে না থাকিতে দুওয়ার কারণ এই যে তাহার ভয় হয় পাছে ইংরাজেরা কাবুলে স্থায়ের মত প্রবেশ করিয়া সমুদয় দেশ গ্রাস করিয় ফেলেন।

—শুনা যাইতেছে বোঁরিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত বন্ধুতা স্থাপন জন্য আমীরের মন্ত্রী সৈয়দ নুর মহম্মদ শাহী এই পেশোয়ারে আগমন করিতেছেন। সেখানি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে সার লুইস পেলী উপস্থিত থাকিবেন।

—দারজিলিং জেলায় ১২৫টা চার বাগান আছে। ইহার মধ্যে একটির মালিক গবর্ণমেন্ট, একটির মালিক এক জন মুদলমান। আর সকলই ইংরাজ বণিকগণের।

—কাবুলের আমীরের সৈন্য সংখ্যা ২৮ রেজিমেন্ট অস্থায়ী, প্রতি রেজিমেন্টে ছয় শত অস্থায়ী। ৩২ রেজিমেন্ট পদাতিক। প্রতি পদাতিক রেজিমেন্ট ৮ শত লোক। ইহা ব্যতীত ইউরোপীয় উন্নত প্রণালী অনুসারে ২৬টি কামানের বেটারি আছে।

—ইতি মধ্যে ইউরোপে আর একটা যুদ্ধের উপক্রম হইতেছিল। ফ্রান্স গত যুদ্ধে যে অপমান সহ্য করিয়াছেন তাহা তিনি কখনই বিস্মৃত হইবেন না। ফরাশীশরা এ রূপ অস্থিরমতি যে অনেকে তাহাদিগকে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করেন, তাহারা এ রূপ তেজী-নগ্ন রক্তপ্রির যে ফ্রান্সে বৎসর বৎসর যত রক্তপাত হয় পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোথাও এত রক্তপাত হয় না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ফরাশীশরা অসাধারণ ধর্ম্য ধরিতা আছেন। সম্পূর্ণ ফরাশীশ সম্বাদ পত্রের নের বেগ সম্বরণে কিছু ত্রুটি করেন অন্ততঃ প্রাশি-রা এই রূপ অনুভব করেন। তাহারা ইরার নিমিত্ত কিছু বিরক্তি প্রকাশ করেন। ফরাশীশদিগের হৃৎকম্প যে এত দিন তাহারা সম্পূর্ণ ক্ষমবান না হইবে ত দিন তাহারা প্রাশিয়ার সঙ্গে বিবাদ করিবে না তাহাদের বিশ্বাস এখন ও তাহারা প্রাশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিতে ক্ষমবান হয় নাই, আবার প্রাশিয়ার ত্রু করিতেছে যে ফারাসিসেরা প্রবল হইবার পূর্বে তাহারা কোন গতিকে ফারাসিসদিগের সঙ্গে যুদ্ধে হইয়া তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত খর্ব করিবে। ফারাসিস এই নিমিত্ত প্রাশিয়ার বিরক্তিতে ত হন এবং সৌভাগ্যক্রমে ইহাদের এই গোল-গা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

—আমেরিকাতে যে আত্ম কলহ উপস্থিত হইবার ভয় ছিল তাহা নিষ্পত্তি হইবার সম্ভব। উভয় পক্ষ মত হইয়া একটি সভা করিয়াছেন। আমরা শুনা করিতেছি এই সভার দ্বারা এই বিপদ নিবা-হ হইবে।

—সার রিচার্ড টেম্পল মাল্দ্ৰাজ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে কোন কার্য করিবার ভার প্রাপ্ত হন নাই। নি দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকল পরিদর্শন করিয়া ক্ষোপণমার্থ কি কি উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। জ গবর্ণমেন্টকে তাহারই পরামর্শ দিবেন।

—পারিসের একটি রক্তাক্তী মরিবার সময় নিরাশ্রয় ও বোদ্ধাদিগের নিমিত্ত একটি গৃহ নির্মাণার্থ ত্রিশ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইয়াত পারিস সহস্র মনুষ্য নিরাশ্রয়ে অন্ন কষ্টে দিন বাপন

করিতেছে। কিন্তু দুঃখীদিগকে সাহায্য করার আর বিশেষত্ব কি আছে?

—গোয়ালপু মহকুমা ক্রমে পদ্মার গভে যাইতেছে। সেখানে এক স্থানে এক বৎসরের বেশী একটি বাদা রাখা যায় না। আমলাদের ইহাতে অতিশয় কষ্ট ও অসু-বিধা হইতেছে। আমরা বেঙ্গল টাইমস পাঠে অবগত হইলাম যে গবর্ণর আমলাদিগের বাসা স্থানা-স্তরিত করিবার নিমিত্ত ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

—দিল্লির দরবারোপলক্ষে বরদা রাজ্যের ৩৫ হাজার অধিবাসীর স্বাক্ষরিত এক খানি আবেদন গবর্ণর জেনা-রেলের নিকট প্রদত্ত হয়। এই আবেদনের এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়া কয়েক সপ্তাহ হইল ইংরাজি শুভে তাহার আলোচনা কার। আবেদন খানি মহারাণীর সমীপে করা হইয়াছে। আবেদনকারিরা বলেন যে মলহর রাওকে অবিচারে সিংহাসনচ্যুত করা হয়, অতএব তাহাকে পুনরায় সিংহাসন প্রদত্ত হউক। এই দরখাস্ত সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ বলেন, “মলহ-ররাও যদি বাস্তবিক অত্যাচারী হইতেন, তাহা হইলে এত লোকে তাহার সপক্ষ হইয়া দরখাস্ত করি-বেন কেন? যদি বল মলহর রাওয়ের বন্ধু বান্ধবেরা অর্থ ও অনুরোধ দ্বারা লোককে বশীভূত করিয়া এই কার্য করিতেছেন। ইহা সম্ভাবিত নহে। বরদার এক্ষণে নূতন রাজা আছেন। রাজা বালক হউন, কিন্তু তাহার মন্ত্রী বালক নন। তিনি এক জন পাকা। সর মাধব রাও ভারতবর্ষের মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। মলহর রাওয়ের স্বার্থসিদ্ধি হইলে নূতন রাজার স্বার্থ হানি হইবে সর মাধব রাও সেটা কি বুঝিতে পারেন না? স্পষ্ট বোধ হইতেছে মলহর রাও যেরূপ অসৎ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন, তিনি যদি বাস্তবিক সেই রূপ অসৎ হইতেন, নূতন রাজার বন্ধু বান্ধবেরা মলহররাওয়ের বান্ধবগণের চেঁকার প্রতিঘাত করতে চেঁকা করিতেন সন্দেহ নাই। বোধ হইতেছে, এই আবেদন কোন পক্ষের লোকেরই অননুমোদিত নহে। তাহাই যদি হইল তবে যে আমরা এত দিন মলহর রাওয়ের অত্যা-চারের কথা শুনিয়া আইলাম, সেটা কি আমাদের স্বপ্ন? রাজাপুত্রেরা তাহাকে অত্যাচারী বলিয়া যে পন্দ্যুত করলেন, তাহার অত্যাচারের যে বিচার হইল, দেশ দেশান্তর হইতে রাজারা বিচাপতি হইয়া যে আগমন করিলেন, ইংলণ্ড হইতে যে বারিফার আনীত হইলেন, অনেকেরই কায়াবাস হইল, দরবার রাজ ভাণ্ডার যে শূন্য হইল, এ গুলি কি ঐশ্রজালিক ব্যাপার? তবেই বোধ হইতেছে মলহরও বাস্তবিক অত্যাচারী ছিলেন না। অন্যের কল্পনা বলে সে অত্যা-চারগুলির স্বষ্টি হইয়াছিল। লর্ড নর্থব্রক যদি গবর্ণর জেনরল না হইতেন, সেই কাপ্পক অত্যাচারের নিমিত্ত মলহর রাওয়ের কখনই অধঃপতন হইত না। তবে মলহর রাওকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর বলিয়া বোধ হইতেছে না তিনি চতুর হইলে স্বহং রোহিতমৎস্যের ন্যায় বিপক্ষের কোঁশলজালে বদ্ধ হইয়া নিকপায় হইয়া পড়িতেন না।”

—আসানেল পেপার বলেন,লাহোরের একটি সভাতে তথাকার উকীল বাবু প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বান্ধবীর পঞ্জাবীদিগকে ভ্রাতৃ সদৃশ মনে করে। ইহাতে তথাকার কমিশনার সাহেব বলেন, “এটি মিথ্যা কথা।” তথাকার অন্যান্য ইংরাজেরাও এই কথা পুনঃ পুনঃ আনুভব করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে এক জন সুশিক্ষিত পঞ্জাবী বলিয়া উঠিলেন, “আমরা জানি, বান্ধবীরা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য, এবং তাহারা আমাদের গকে বনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহ করেন। আমাদের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা, কিছা মনের কোন প্রকার মন্দ ভাব নাই। কেবল আপনারাই আমাদের মন্দ ভাব উদ্দী-পক।” এ, গা।

—আমাদের (এডুকেশ গেজেট) এক জন সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন, আমরা শুনিয়া মাতিশর দুঃখত হইলাম যে একটা জমিদারকে পাণ্ডি পরিহিত না

থাকা প্রযুক্ত বর্দ্ধমানের দরবারে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি এই অপমান প্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ দৈড় শত টাকা দিয়া একটা পাগড়ী লইব প্রতিশ্রুত করেন। কিন্তু বিক্রয় প্রস্তুত পাগড়ী পাওয়া গেল না! অনেক ক্ষণ পরে ২৫/ টাকা ভাড়া চুকাইয়া একটা পাগড়ী পান। কিন্তু তখন এ কারণ তাহার নিমন্ত্রণ প্রাপ্তই সার হইল। দরবারে কোনক্রমে যাইতে পারিলেন না। ইতি-পূর্বে যখন সিয়াড়শোলার হরসুন্দরী দেবী ও বিশ্বেশ্বর মালিয়াকে যথাক্রমে রাণী ও রাজা উপাধি দিবার নিমিত্ত বর্দ্ধমানস্থ গবর্ণমেন্ট সাকেট হাউসে সভাধিবেশন হয় তৎকালে কোন আত্ম বিশিষ্ট এক এই রূপ অপদস্থ হন। নিমন্ত্রণ কর্তায় উচিত নিমন্ত্রণপত্রে পরিচ্ছদাদির বিয়গ ও লিখিয়া দেন।

—জনরব যে রুশিয় দূত কাবুলের আমীরকে বলিয়া-ছেন যদি তিনি তাহার রাজ্যের মধ্য দিয়া রুশিয় সৈন্য-দিগকে যাইতে দেন তাহা হইলে রুশিয় গবর্ণমেন্ট আমীরকে খিবা প্রভৃৎ কয়েকটি নগর দান করিবেন। যদি আমীর ইহাতে স্বীকার না পান তবে তিনি রুশি-রানদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হউন। কাবুলের আমীর তাহার মন্ত্রীগণকে লইয়া এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন।

—দিল্লিতে যে মণি মাণিকী রত্ন সংগৃহীত হয় তাহার মূল্য ৫ কোর টাকা।

—বাজালী বারিফারদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি হই-তেছে। সম্পূর্ণ বাবু নন্দলাল দে ও রাধিকা প্রসাদ যোষ বারিফার হইয়া আসিতেছেন।

—মাস্ত্রাজে অন্ন কষ্টাপেক্ষা জল কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

—ইতি পূর্বে সাব্যস্ত হয় লেডী টেম্পল বোম্বাই-য়ের মহাবালেখরে গিয়া অবস্থিত করিবেন। কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে যে তিনি কিছু কালের জন্য কল-কাতার থাকিবেন।

—রুশিয়ার সঙ্গে তুর্কির যুদ্ধ বাবিলে তুর্কির সুলতান ৮ লক্ষ সৈন্য ও প্রায় ৯ শত কামান যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারিবেন।

—ইংলণ্ডের বর্তমান প্রধান রাজ মন্ত্রী ডিসমরেলী গত ২১ ডিসেম্বর তারিখে ৭১ বৎসর বয়সক্রমে উপনীত হইয়াছেন। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্লাডফোর্টনোর বয়স ৬৭ বৎসর।

—অধ্যাপক মনুষ্য উইলিংটন ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া সিংহ ল বাসা করিয়াছেন।

ত্রি প্রেরকের প্রতি।

—রোডসেসে কেরাগীগণ, রঙ্গপুর। “আমাদের মহারাণীর রাজা জেশ্বরী উপাধি গ্রহণোপলক্ষে সমস্ত আপিস ২২ দিনে জন্ম বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু হতভাগ্য রঙ্গপুর রোডসেসে আপিস বন্ধ হওয়া দূরে থাকুক এক্ষণে কেরাগীদিগকে বস্তান্ত তাড়া লাগাইয়া খাটাইতেছেন। রবিবার কি কোন বিশেষ পক্ষোপলক্ষে এক দিনের জন্য ও অবকাশ নাই। এই আপিসের জন্য কি কোন স্বতন্ত্র নিয়ম বাহির হইয়াছে কি না তাহা আমরা অব-গত নহি। ছয় দিন পরিশ্রমের সহিত কার্য করিয়া প্রতি রবিবার আঁরামের দিবস, এবং এই দিবস পাবিত্র জ্ঞান করিয়া কন্দ হইতে বিরত থাকার ইংরাজ গবর্ণমে-ন্টের বিশেষ বিধি আছে। কিন্তু আপিস কড়া আমা-দিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইংরাজ রাজ্যে রবিবারে আপিস আর কোথাও দেখি নাই। এ দেশ কি ইংরাজ রাজ্য নয়?”

—শ্রীদ্বা—“জেলা বর্দ্ধমানের ১৩১ ত মেমারী টেন-নের উত্তর পাঁচখিয়া গ্রামে এ.সি. ১৯৭ তাল গাছের গুঁড়ির ভিত্তস্থান হইতে ছোট বারোটা তাল গাছ জন্মিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই মূল বৃক্ষ ফলবান নহে, কিন্তু শাখা বৃক্ষ গুলি হইতে ফল উৎপন্ন হই-য়াছে।”

জর্জের দর্শক, যে

বিজ্ঞাপন।

পরীক্ষিত মর্হোবধ।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর ত্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ দের বাটীতে ও ভদ্রেখরে উক্ত বাবুর ডিম্পেন্সারিতে প্রাপ্তব্য।

১। রুহং হিমমাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গািত্রে ব্যবহারে বারু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা শিরঃপীড়া, গাত্রজ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃদকম্প, চক্ষু ঘোর দর্শন, মস্তিষ্কর ক্ষীণতা, উদারামর, বারু উগ্গার ইত্যাদি মূল্য ১ প্যাকিং ৯০।

২। বাতরাজ তৈল। ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ানে, বিহ্বনে, কাণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৫০ প্যাকিং ৯০।

৩। চর্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ, চুলকনি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁহড়া টাক, পারা দ্বারা, বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৫০, আনা প্যাকিং ৯০।

৪। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, রস বা পুঁজ পতন বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ১০ প্যাকিং ১০।

৫। উপদংশ রোগ ও যার অতি উত্তম মলম। পোরা সংস্কৃষ্ট (রহিত) নানাবিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা হুতন, পুরাতন ঘা, মালি ঘা, অর্শ পীড়ার বেমা ঘা, থাকে পারার ঘা, বিশেষতঃ হুতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে, মূল্য ১০ প্যাকিং ১০।

কেশ কন্দর্প তৈল।

৬। ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মূল বলিষ্ঠ হইয়া কেশের স্থূলতা, কেশ রুদ্ধতা ও কেশের সূচকণতা গুণ দর্শিবে। এমন কি অক্ষীলে যে কেশ শুভ্র হয়, তাহা এই তৈল দ্বারা স্বাভাবিক কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত হইবে। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের স্বীনতা দূরীকৃত হইয়া মস্তিষ্ক স্মৃশীতল হইবে। মূল্য ১০ প্যাকিং ১০।

৭। পারদ দোষ সংশোধক অব্যর্থ চূর্ণ। ইহা (সবনের শরীরে ন পারদজাত বা গরমির পীড়া দ্বারা দূষিত রক্ত, পারদ কোটন, বা ঘা হওন এবং উহার আনুসঙ্গিক পীড়া সকলের বিশেষ উপকার দর্শিবে) মূল্য ২ টাকা প্যাকিং—৯০।

নোটিশ।

আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি (1st February) পর্যন্ত দমদমার স্মল আর্মস এমিউনিসন ফ্যাকটরি (Dum Dum Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ ক্ষুদ্র অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রস্তুত করিবার কারখানার ভার প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব মহাশয় (Superintendent) কর্তৃক পেটী স্টোরস (Petty Stores) অর্থাৎ নানাবিধ ক্ষুদ্র সামগ্রী প্রভৃতির কণ্ট্রাক্টের নিমিত্ত শীল (Sealed) অর্থাৎ মুখ বন্ধ করা টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রহণ করা যাইবে। এই সমুদয় সামগ্রী প্রভৃতি আগামী সন ১৮৭৭ সালের ১লা (1st April, 1877) হইতে সন ১৮৭৮ সালের ৩১শে মার্চ (31st March, 1878) পর্যন্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট স্মল আর্মস এমিউনিসন ফ্যাকটরি (Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ ক্ষুদ্র অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রস্তুত করিবার কারখানার ভার প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব মহাশয় কর্তৃক গ্রহণ করা যাইবে।

(২) সরকারি কার্য নিমিত্ত গাতি বেসকল টেন্ডারের নিমিত্ত (Tender) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রহণ করা যাইবে। এই সমুদয় সামগ্রী প্রভৃতি আগামী সন ১৮৭৭ সালের ১লা (1st April, 1877) হইতে সন ১৮৭৮ সালের ৩১শে মার্চ (31st March, 1878) পর্যন্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট স্মল আর্মস এমিউনিসন ফ্যাকটরি (Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ ক্ষুদ্র অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রস্তুত করিবার কারখানার ভার প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব মহাশয় কর্তৃক গ্রহণ করা যাইবে।

৩। যদি কোন টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে তাহার টেণ্ডার দিবেন হাদিগকে কনট্রোল লেখা পত্র দ্বারা দস্তাবেজ সম্বন্ধিত মাহারাজিত করিতে হইবে। দস্তাবেজের ক্রয় মূল্য এক টাকা কনট্রোল লেখা দিবেন দিতে হইবে।

৪। হুই খান করিরা টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র দিতে হইবে এবং তাহা ইহার নিমিত্ত বিবিধ দস্তাবেজের ক্রয় মূল্য এক টাকা কনট্রোল লেখা দিবেন দিতে হইবে।

বাইতে পারিবে সেই সেই দর অক্ষপাত করিয়া ও অক্ষর তাড়িয়া গিথিয়া দিতে হইবে।

৫। কেবল ছাপা করা কারমে টেণ্ডার (Tender) লওয়া যাইবে। উক্ত রূপ ছাপা করা কারমের হুই খান এই আফিসে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবে। হুই খান মূল্য ই টাক মূল্যে পাওয়া যাইবে।

৬। সকল অপেক্ষা কম দর দিলেই যে টেণ্ডার (Tender) গৃহীত হইবে এমন কথা নহে। এবং কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে তাহা কি জন্য অগ্রাহ্য হইল তাহার কোন কারণ দেখান হইবে না।

৭। টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা অরডনেনসের ত্রীযুক্ত ইন্স্পেক্টর সাহেবের (Inspector General of Ordnances) উপর আছে। তিনি সকলের নিচে কি অন্য কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখেন। এবং তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ত দিতে হইবে না। অথবা কোন টেণ্ডারের যদি কোন জিনিষের দর স্পষ্টতঃ অতিশয় বেশী হয় তাহা হইলে সেই সেই জিনিষের দর তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৮। টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্রের সমভিব্যাহারে এক হাজার টাকায় গবর্নমেন্ট অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজ অথবা নোট আমানত করিতে হইবে। কনট্রোল লেখা পত্র হইয়া গেলে কিম্বা টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

৯। ত্রীযুক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব (Superintendent) ১৮৭৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মেলো টিক হুই প্রহরের সময় উক্ত স্মল আর্মস অ্যানুশিশন ফ্যাকটরির আফিসে (Small Arms Ammunition Factory Office) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্র সকল খুলিবেন।

১০। যে সকল ব্যক্তি টেণ্ডার দিতে ইচ্ছা করেন তাহারাই এই সময় উপস্থিত থাকিবেন।

স্মল আর্মস অ্যানুশিশন ফ্যাকটরি অফিসে ২১এ ডিসেম্বর ১৮৭৬

এ, ওাকর মেজর আর, এ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট স্মল আর্মস অ্যানুশিশন ফ্যাকটরি।
A Walker Major R. A Superintendent Small Arms Ammunition Factory.

হোমিও পেথিক।

বেঙ্গল হোমিও পেথিক ারমিউনিসন (শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনের সম্মুখে)।
১ নং আপব মারকুলর স্ট্রোড, কলিকাতা।
এখানে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় হোমিও পেথিক ঔষধি, গৃহ চিকিৎসার এবং বৈদ্যিক দিগের নিমিত্ত সাধারণ এবং বিশেষ প্রকার বালক ও ইংরাজি ব্যবস্থা পুস্তকসহ নানী প্রকার উৎকৃষ্ট বাস, পুস্তক এবং প্রকার প্রকার দ্রব্য সমুদয় অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়া যাইবে। আশা করি তাহা সমুদয় সন্তান বিলাস হইতে আসিয়া যাইবে।

- ওলাউটার বাস
- ১১ শিশি (গুণোপযোগী) সন্দেশ বাস
 - পুস্তক মূল্য ৫
 - ২৪ শিশি গুণ (চিকিৎসকোপযোগী) সন্দেশ
 - পুস্তক মূল্য ৫
 - ক্লবিকাল কলকার (ওলাউটার প্রতিনিবেধক) সন্দেশ
 - সন্দেশ বাস
 - ১
 - ৫
 - ৭
- ললি বেহারি মিত্র এও কোং
হোমিও পেথিক চিকিৎসক ও বিক্রয়
হোমিও পেথিক গাউডেন।
ললি মিত্র
রাজকীয় প্রতিনিবেধক উদ্যান
প্রতিনিবেধক

ছিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টিকেট।

কেবল টিকেট গ্রহিতা গাী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা।

কেবল টিকেট গ্রহিতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতি এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার বাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেন।

চান্দাদাতা ত্রীযুক্ত ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও টিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি ১০ আনা এবং পাল্কি প্রতি ১০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফিঃ অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসবোর্ট অর্থাৎ বিলাস তরগীর ভাড়া ও ঘণ্টার এক টাকা মং ১

ইউরোপীয় এবং এতদংশীয় ব্যক্তিরা তাহারা করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে গাড়ি নিয়া ফিঃ অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

জেলা মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতী আজিমগঞ্জে একটা নূতন বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। তজ্জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন, মাসিক বেতন ২০ টাকা। উন্নতি দর্শাইতে পারিলে ভবিষ্যতে আরও ৫ টাকা বৃদ্ধি হইবার সম্ভব। এতদ্বিত্ত থাকিবার বাসা দেওয়া যাইবে। যিনি কোন উচ্চ শ্রেণীর নন্দালঙ্কলে অধ্যয়ন করিয়াছেন অথবা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, দেবনাগর অক্ষরে হি ভাষায় পুস্তক পড়াইতে সক্ষম, এং দীর্ঘকাল ধ্যান দর্শিতার সহিত শিক্ষকতা করিয়াছেন তাহার আবেদনই যথাক্রমে আদরণীয় হইবে। সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে যে প্রশংসা পত্র থাকে, তাহার প্রতিলিপি সহ আবেদন করিতে হইবে। জাহ্নুরার মধ্যে ত্রীযুক্ত বাবু বুদ্ধ সিংহ হইয়াছেন। ত্রীযুক্ত বাবু বিশন চাঁদ হুখোড়িয়ার নিকট পাঠাইবেন।

ত্রীমুহুদ নাথ দাস

NOTICE TO CONTRACTORS

The Superintendent will receive Tenders for supply of petty stores contract to the Foundry and shell Cossipore for 12 months commencing 1st April 1877.

List of stores (more or less) of the supply of which Tenders are invited and of Contract Deed, which in the presence of the Superintendent must be signed and sealed. Applications to inspect the contract and to be opened to inspection at this office daily (Sundays and Holidays excepted).

Tenders to be in duplicate, and in English and with may be accepted in forms which can be obtained at this office at one Rupee per set.

Tenders must be accompanied by a Deposit of Rupees 100 or one hundred Government Promissary notes of the same amount.

Tenders will be opened on the 15th February 1877 by the Superintendent at his office in the presence of such interested parties as may be in attendance.

T. NICHOLSON, Esq.
Lieutenant Colonel
Superintendent Foundry and Shell Cossipore.

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্রের গদ্য মং বাসি হইতে প্রতি বহুস্পতি বার প্রকাশিত হইবে।